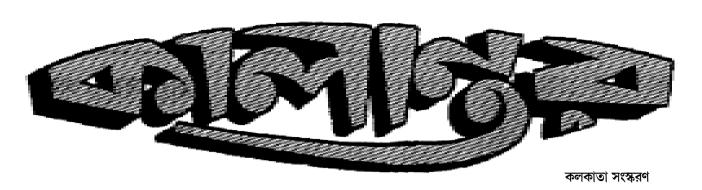


ডাকাত মধ্যপ্রদেশে লকআপ থেকে কখ্যাত ডাকাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা



প্লাটিপাস অপহরণ অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের ব্রিসবেনের মোরেফিল্ড শহরের জলাশয় থেকে প্লাটিপাস অপহরণ করল এক যুবক পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ 🗆 ১৮০ সংখ্যা 🗖 ৯ এপ্রিল, ২০২৩ 🗖 ২৫ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 রবিবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 180 ● 9 April, 2023 ● Sunday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

সংসদীয় কমিটির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

লোকসানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির হাল ফেরাতে পদক্ষেপ নিক কেন্দ্র

থাকা ১৬ টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মধ্যে লোকসানে চলছে ৫টি সংস্থা। যার মধ্যে অন্যতম হল হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কপোরেশন এবং, হিন্দুস্তান মেশিন টুলস (এইচএমটি)। জানা গেছে, এইচইসি ও এইচএমটি ছাড়াও লোকসানে চলা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে- ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, রাজস্থান ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনসুমৈন্টস লিমিটেড এবং এনইপিএ লিমিটেড।

কেন্দ্রকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি। শিল্প সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির শীর্ষে রয়েছেন ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা। সম্প্রতি, সংসদের বাজেট অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করে তিনি জানান, গত কয়েক বছর ধরে লোকসানে চলছে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন। আর. ২০২৩–২৪ সালের বাজেটে এই সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১ কোটি ১০

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ ভারী শিল্প মন্ত্রকের অধীনে এই রুগ্ন ও লোকসানে চলা কেন্দ্রীয়ন্ত সংস্থাগুলির হাল ফেরাতে হাজার টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। কমিটি সুপারিশ শিল্প মন্ত্রকের অধীনে থাকা কেন্দ্রীয়ন্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা ধীরে ধীরে করেছে– হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন–র পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কমেছে। এই প্রেক্ষাপটে রুগ্ন ও লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি নিয়ে যৌথভাবে শিল্প মন্ত্রককে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। প্রয়োজন হলে প্রস্তাবিত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্যসভার উচ্চ-পর্যায়ের সংসদীয় কমিটি। অর্থবরাদ্দ থেকেও অতিরিক্ত তহবিল সরকারের কাছে চাইতে পারে মন্ত্রক। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও সংস্থাগুলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লোকসানে চলা ইউনিটগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেই পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ জানানো উচিত শিল্প মন্ত্রকের। গত কয়েক বছরে, ভারী

কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পুনরুজ্জীবিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে ভারী শিল্প মন্ত্রককে। যাতে, আগামীতে আর কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ না হয়।



শনিবার রাজ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় লাল পতাকার মিছিল চলেছে পার্ক সার্কাস থেকে ধর্মতলা অভিমুখে।

ফটো ঃ পূর্বাদ্রি দাস

রিষড়াকাণ্ডের জেরে পুলিসে রদবদল

সংবাদদাতা রিষডাকাণ্ডের জের! রিষডা থানাকে নিয়ে নতুন সার্কেল তোর করল চন্দননগর পুলিস। তার দায়িত্ব দেওয়া হল প্রবীর দত্তকে। প্রবীর দত্ত রিষড়া থানার প্রাক্তন ওসি। তিনি চন্দননগর পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। রিষড়া থানার ওসি থাকার সুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতা আইন–শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজে লাগবে বলে মনে করছে চন্দননগর পুলিস।

গত রবিবার রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তি রিষড়ার কয়েকটি এলাকায়। পরদিন রিষড়া ৪ নম্বর রেলগেট এলাকায় ফের অশান্তির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিস। আহত হন রিষড়া থানার ওসি পিয়ালি বিশ্বাস, শ্রীরামপুর থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস সহ বেশ কয়েকজন পুলিসকর্মী। সেই ঘটনার পর এক সপ্তাহ হতে পথের রিষড়া। তবে এখনও জারি রয়েছে ১৪৪ খারা। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় রিষড়ার বিভিন্ন এলাকায় টহল চলছে পুলিসের। এমত ওসির কাজকে তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য তাঁর একজন সার্কেল ইন্সপেক্টরকে নিযুক্ত করা হল। প্রসঙ্গত, চন্দননগর পুলিস কমিশনারেটের অধীনে ৭টি থানা রয়েছে। তারমধ্যে একমাত্র রিষড়া থানা–ই ওসি থানা। বাকি ৬টি থানা আইসি থানা। এবার থেকে থানাও একজন ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে চলে

সম্প্রীতি রক্ষায় কলকাতায় লাল পতাকার বিশাল মিছিল

কলকাতার রাস্তায় বের হল বিশাল শান্তি মিছিল। শনিবারের এই শাস্তি মিছিল আবার প্রমাণ করল বামফ্রন্ট কোনভাবেই কোনও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। এদিন নেতৃবৃন্দ জানিয়ে দেন হাওড়া ও কলকাতায় বামদলগুলি শান্তি মিছিল করেছে। আরও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় এই শাস্তি মিছিল হবে। আগামী ৯-১০ এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী দুই ধাপে বামদলগুলির ডাকে হুগলির রিষড়া থেকে হাওড়ার শিবপুর কাজীপাড়া পর্যন্ত। ১৬ কিলোমিটার

মিছিল শুরু হয় বিকেল সাড়ে তিনটেয়। মিছিল দলের কলকাতা জেলা

স্টাফ রিপোর্টার : রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সার্কসার্কাস সাতমাথা মোড, নুরুল হাসান সরণি বিভিন্ন স্থানে আরএসএস-বিজেপি এবং তৃণমূলের মল্লিক বাজার মোড়, এজেসি বোস রোড. পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও দাঙ্গার নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো, ইলিয়ট রোড, রয়েড স্ট্রিট, বিরুদ্ধে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের ডাকে বাটার মোড়, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, গোলতলা, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, মওলানা আজাদ কলেজ, লোটাস মোড়, জানবাজার মোড়, কর্পোরেশন মোড়, চৌরঙ্গী মোড় হয়ে মেট্রো চ্যানেলের সামনে শেষ হয়। এদিনের মিছিলের প্রধান স্লোগান ছিল, ধর্মীয় উৎসবে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, বাংলার চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে, সম্প্রীতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের ব্যর্থতাকে জানাই ধিক্কার।

এদিন মিছিলে পা মেলান কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক কল্লোল মজুমদার, সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম, এদিন কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দান থেকে সিপিআই কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রবীর দেব, ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রিষড়াকাণ্ডে পুলিসের রিপোর্ট আদালতে

মিছিল থেকে উসকানিতেই অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রিষড়ায় অশান্তির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিল পুলিস। ওই রিপোর্টে সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর দাবি। পুলিসের দাবি, মিছিল থেকে ক্রমাগত উসকানি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। পুলিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার রামনবমীর মিছিল থেকে স্থানীয বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষার প্রয়োগ করা হয়। ইট, পাথর ছোঁড়া হয়। মিছিলে তলোয়ার, আগ্লেয়াস্ত্র প্রদর্শন করা হয়। বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয় ডিজে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারাও ইট, পাথর ছোঁড়া শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসকে হিমশিম খেতে হয়। এলাকা শান্ত করাতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পুলিসকে বাঁশ, লাঠি, ইট, পাথর দিয়ে আক্রমণ করা হয়। পুলিসের গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরদিন অর্থাৎ ৩ এপ্রিল সন্ধে ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিশাল পুলিসবাহিনী শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে টহল দিতে দিতে রিষড়া এলাকার চার নম্বর রেলগেটের কাছে পৌঁছায়। সেই সময় ৫০০ থেকে ৬০০ স্থানীয় মানুষ জমায়েত হয়। পুলিসের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য করে। এরপরই তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এবং পুলিসকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুঁড়তে থাকে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আরও বাহিনী ডাকা হয়। এবং পুলিসবাহিনী উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করার সবরকম চেষ্টা করে। কিন্তু জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশ, লাঠি, ইট, পাথর দিয়ে পুলিসকে আক্রমণ করে। একটি সরকারি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিস বাধ্য হয়ে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ব্যবহার করে। জনতা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। পুলিসকে খুন করে ফেলব এই হুমকি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন অমৃত ভারতের নামে উজাড় ভারত শুরু খড়গপুরেও এক নোটিসে হাজার হাজার দোকান ও বসতি উচ্ছেদ করছে রেল

সংবাদদাতা ঃ ৭০ কোটি টাকা

অনুমোদন করা হয়েছে খড়গপুর রেল কলোনির জন্য অমৃত ভারত প্রকল্পে। কিন্তু, কি উন্নতি করতে? সার্ভারতীয় এই প্রকল্পের মতো এখানেও আসলে ঐ খালি জায়গা কপোরেটদের হাতে তুলে দেবার নেওয়া হয়েছে। এতে খড়গপুর রেল নগরীতে প্রায় ৫ হাজারের বেশি রেল অনুমোদিত দোকান উচ্ছেদ এর নোটিস জারি খড়গপুর আধিকারিকরা। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত অনুমোদিত দোকান ও অনুমোদিত নয় এমন দোকানগুলিকে খালি করতে হবে। না হলে জোর পূর্বক দোকানগুলি খালি করা হবে। ফলে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকার সংশয় তৈরি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, দোকান ছাড়াও রেলের জায়গায় বসবাস করেন কয়েক হাজার মানুষকেও উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে। যারা ব্রিটিশ আমল থেকে এই বস্তিগুলি বসবাস করছেন। তাদের মধ্যেও তীব্র আশংকা দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে এআইটিইউসি'র পক্ষ থেকে রেল অধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে বিকল্প বন্দোবস্ত না করে উচ্ছেদ করা যাবে না। বহু রেলের খালি জায়গা পড়ে আছে, যেখানে এদের পুনঃবাসন সম্ভব। তা না করে মূলত খালি জায়গা করপোরেট হস্তান্তরের দিকে চাইছে রেল। এআইটিইউসি'র পক্ষ থেকে বিষয়টি ডিআরএম, দক্ষিণপূর্ব রেলের জিএম ও সিআরবি (সিও) রেল ভবনকে জানানো রেল অধিকারিকরা হয়েছে। ৭০ কোটি টাকা জানান, অনুমোদন করা হয়েছে অমৃত ভারত স্ক্রিমে। ফলে বিষয়টি রেলবোর্ডের নির্দেশ। কিন্তু, এআইটিইউসি'র পক্ষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সুরহা না হলে খড়গপুরের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকে বদল

প্রকাশের ভাবনা

কেরালা সরকারের

থিকভানভূপুরম, ৮ এপ্রিলঃ এনসিইআরটি-র বই থেকে বিভিন্ন বিষয় বাদ দেবার প্রতিবাদে সম্পূর্ণ অন্য পথ নিতে পারে কেরালার বাম সরকার। শনিবার কেরালা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ভি শিবানকুট্টি জানিয়েছেন, এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কেরালা সরকার বিকল্প বই আনবার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। শনিবার থিরুবনন্তপরমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যের বাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেভাবে আরএসএস–এর পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন পাঠ্যপস্তকে পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেবে না কেরালা সরকার। এই প্রসঙ্গে শিবানকুট্টি বলেন, কেরালা এই পরিবর্তন মানবে না আমরা সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে এনসিইআরটি-র পুনর্গঠনের দাবি জানাচ্ছি। যদি প্রয়োজন হয় কেরালা সব ক্ষেত্রে পরিবর্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবে। এই মুহূর্তে 🛭 জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে এনসিইআরটি সমস্ত শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন বই প্রকাশ করছে। এনসিইআরটি জানিয়েছে, শুধুমাত্র ইতিহাস বইতেই নয়, ছাত্রদের পঠনপাঠনের বোঝা কমাতে সমস্ত বিষয়ের বইতে

<u> ক্রিপ্টোকারেন্সির</u> প্রথম বলি হতে যাচ্ছিল কলকাতা

রিপোর্টার ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন যুবক। তা থেকে মানসিক অবসাদ এবং শেষে বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন যুবক। যদিও ক্যাব চালকের চালকের তৎপরতায় ঝাঁপ দেওয়ার আগেই যুবককে রক্ষা করল পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ বছর বয়সি ওই যুবক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কলকাতা থেকে হাওড়া অভিমুখের দিকে বিদ্যাসাগর সেতৃ থেকে ঝাঁপ দেওযার চেষ্টা করেন। পুলিস জানিয়েছে, ওই যুবক নিউ টাউনের সুখবৃষ্টি হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দা। সেক্টর ফাইভের একটি আইটি অফিসের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। তাই আত্মহত্যা চেয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, ওই যুবক ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায় ৩০

প্রগতি লেখক সংঘের মধুসূদন দ্বিশতবর্ষ পালন

বিদ্রোহের পথ মাইকেল সেদিনই দেখিয়ে গেছেন

কবি, নাট্যকার ও প্রহসন রচয়িতা এবং বাংলার কেবল চর্চা নয়, আন্দোলন। নবজাগরণের অন্যতম যুগপুরুষ মাইকেল মধুসুদন দত্ত। শনিবার কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে প্রগতি লেখক সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল। আলোচনা, কাব্যপাঠ, সঙ্গীতের মাধ্যমে।

আসে। তাহল, বর্তমান সময়ে দেশে অবৈজ্ঞানিক, কাল্পনিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মিথ্যার বেসাতিতে প্রগতিচিন্তাকে ভুলিয়ে দেবার আগ্রাসন চলেছে। তখন মাইকেল সেই দু'শো বছর আগে যে জিহাদ ও প্রচলিত ধারাগুলি ভাঙার সৃষ্টি করে গেছেন। যা আজও পাথেয়। এমনকি, যেভাবে পাঠ্য পুস্তক থেকে ইতিহাস ও প্রগতিশীল সিলেবাস বাতিল করা হচ্ছে তাতে মধূসুদনের বিষয়টিও যে বাদ দেওয়া হবে না

তাপস মৈত্র ঃ ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কে বলতে পারে! তাই, বর্তমান সময়ে মধুসুদন চর্চা

জনাকীর্ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রগতি লেখক সংঘের রাজ্যসভাপতি অমলেন্দু দেবনাথ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, কার্যকরী সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী, যুগ্ম–সম্পাদক পার্থ প্রতিম আলোচনা থেকে এক অমোঘ বার্তা বেরিয়ে কুণ্ডু, দু'ই আমন্ত্রিত বক্তা অধ্যাপক স্থপন পাণ্ডা ও অধ্যাপক সঞ্জীব দাস এবং কালান্তর পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

> সীমা ভট্টাচার্য-র সূচনা সংগীতের মাধ্যমে আজকের সভা শুরু হয়। প্রারম্ভিক ভাষণে অমলেন্দু দেবনাথ বলেন যে এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োচিত। বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব'র জন্মের

দ্বি–শত বর্ষ পালন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



শনিবার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে মাইকেল স্মরণ।

ফটো ঃ সুদীপ দাস

কলকাতা/৯ এপ্রিল ২০২৩

লরির ধাক্রায়

পাচারের আগে উদ্ধার কোটি টাকার সোনা

হাতেনাতে গ্রেপ্তার বনগার দম্পতি–সহ

সিভিকেটের এক অন্যতম সদস্য।

তার বাংলাদেশে যাতায়াত রয়েছে

বলে অভিযোগ ডিআরআইয়ের।

পাচার হওয়া সোনা বড়বাজারের

সোনাপট্টিতে গলিয়ে ফেলার পর

তা দিয়েই গয়না তৈরি করা হয়।

পরে সুকুমারের সিন্ডিকেটই সেই

সোনার গয়না ফের চোরাপথে

সীমান্ত পার করে পাচার করে

আধিকারিকরা সম্প্রতি খবর পান

যে, সুকুমারের সিন্ডিকেট প্রচুর

পরিমাণ সোনা বাংলাদেশ থেকে

চোরাপথে পাচার করেছে বনগাঁয়।

ডিআরআই কর্তাদের অভিযোগ,

সুকুমার নিজের পরিবার ও

আত্মীয়দের কাজে লাগিয়েই

কলকাতায় সোনা পাচারের ব্যবস্থা

করে। সেইমতো সুকুমার তার দুই

ভায়রাভাই অতনু ও অভিজিৎ

এবং শ্যালিকা দোলনের হাতে

সোনা তুলে দেয়। মহিলার ব্যাগে

সোনা থাকার ফলে কেউ সন্দেহও

করেন না। আবার একই সঙ্গে

সুকুমার সোনা দেয় দুই আত্মীয়

বৃহম্পতিবার সকালে পাঁচজন

গণেশকে।

বাংলাদেশে।

ডিআরআইয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোনা করেন গোয়েন্দারা। ডিআরআই-পাচারই পারিবারিক পেশা। প্রথমে বাংলাদেশ থেকে সিন্ডিকেটের হাত দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ। এরপর বনগাঁ থেকে উত্তর শহরতলি হয়ে বড়বাজার। এই রুটেই বিপুল পরিমাণ সোনা পাচারের ছক কষেছিল বনগাঁর এক সোনা পাচারকারী। কিন্তু মধ্য সোনাপট্টিতে সোনা পৌঁছনোর আগেই তা ধরে ফেলল কেন্দ্রীয় সংস্থা ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স। ডিআরআই-এর হাতে ধরা পড়ল ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকার সোনার বিস্কুট। প্রায় দু কিলো সোনা ধরা পড়েছে। এই ব্যাপারে দু দফায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন আধিকারিকরা। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে এক দম্পতিও। ওই মহিলাকে কাজে লাগিয়েও সোনা পাচার করা হত, এমনই অভিযোগ ডিআরআইয়ের।

বৃহস্পতিবার ডানলপ থেকে ধরা পড়ে অতনু ঘোষ, অভিজিৎ বিশ্বাস ও দোলন বিশ্বাস। তাদের সোনার বিষ্ণুট উদ্ধার হয়। এর পর তদন্ত করে শুক্রবার সকালেই লেকটাউন থেকে ধরা পড়ে মহাদেব হালদারও গণেশ রক্ষিত নামে আরও দুই পাচারকারী। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ বনগাঁ লোকালে উঠে শিয়ালদহের টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার দিকে রওনা দেয়। যদিও

এর এক আধিকারিক জানান, এই দুর্গানগর স্টেশনে নেমে পড়ে পুরো চত্রের মাথা হচ্ছে সুকুমার পাঁচজনই। মহাদেব ও গণেশ যে হালদার নামে এক ব্যক্তি। ওই প্রতিনিয়ত কলকাতায় যাতায়াত ব্যক্তিই মূলত বাংলাদেশ থেকে করে, তা তাদের কাছ থেকে সোনার বিস্কুট ও সোনার বাট উদ্ধার হওয়া মান্থলি টিকিট পাচার করে। সে ভারত ও দেখেই বোঝা গিয়েছে। বাংলাদেশের সোনা পাচারকারী

এরপর বাসে করে দম্পতি অভিজিৎ-দোলন ও ডানলপে আসে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিআরআই–এর গোয়েন্দারা ডানলপেই ফাঁদ পাতে। সাতটি সোনার বিস্কুট নিয়ে ধরা পড়ে মহিলা–সহ তিনজন। তাদের টানা জেরা করেই অন্য দু জন সোনা-সহ ধরা পড়ে। শুক্রবার পাঁচজনকে ব্যাক্ষশাল আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তদের আইনজীবীর দাবি, এক কোটি টাকার উপর সোনা উদ্ধার জামিন অযোগ্য হলেও ধৃতদের কাছ থেকে আলাদাভাবে দু দফায় সোনা উদ্ধার হয়েছে। একেকটি দফায় উদ্ধার সোনার পরিমাণ এক কোটির অনেক কম। তাই তাদের জামিনের আবেদন জানানো হয়। যদিও ডিআরআইয়ের জামিনের বিরোধিতা করেন। দু পক্ষের বক্তব্য শুনে ধৃতদের শর্তসাপেক্ষ জামিনের নির্দেশ দেন বিচারক।

যদিও ধৃতদের জেরা করা হবে। সোনা পাচারকারী চক্রের মাথা সুকুমার হালদারের সন্ধানে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছে

কুলটিতে

বিস্ফোরণে

উড়ল ছাদ,

উড়ল

বিস্ফোরণে

বিস্ফোরণ

সকলেই।



ঠাকুরপুকুর থানার পুলিস। যদিও কোথাও না কোথাও পথদুর্ঘটনা, চালক ও খালাসি পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। উল্লেখ্য, একের পর এক শহরের বুকে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যকদিনই

মৃত্যু, এসব খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরবাসীর মধ্যে। এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানান নিত্যযাত্রীরা।

শুভেন্দুর খাস তালুকে বিজেপি

নির্বাচনের প্রাক্কালে খোদ বিরোধী বিজেপির সংগঠনে ব্যাপক ভাঙন দেখা গেল শনিবারের বারবেলায়। শুভেন্দুর খাসতালুকে বিজেপি থেকে গণইস্তফা দিতে শুরু করলে বিজেপি নেতা থেকে কর্মীরা। এমনকি গেরুয়া শিবির ছাড়লেন নন্দীগ্রামের মণ্ডল সভাপতি-সহ একাধিক কর্মীরা। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ঘাম ছুটে গিয়েছে বিজেপি জেলা নেতৃত্বের। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচন এখন দুয়ারে। সেখানে এমন করে দল বেঁধে দল ছেলে দিলে নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত

অবস্থায় পড়ে থাকেন। তড়িঘড়ি

বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে

গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা

হয়। ঘাতক লরিকে আটক করেছে

মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম মণ্ডল-৪ বিজেপি সভাপতি চন্দ্রকান্ত মণ্ডল এবং কমিটির একাধিক সদস্যরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এই দল ছাড়ার ঘটনায় চাপে পড়ে গিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। বিরোধী এটি স্থয়ং দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্ৰ। এখানেই যদি এভাবে উইকেট পতন হতে থাকে তাহলে সংগঠন বলে আর কিছু থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে আবার তাঁদের কাছে গিয়ে বোঝানোর হবে কিনা ভাবনাচিন্তা চলছে। শনিবার তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

দলত্যাগের এই ঘটনায়

মেদিনীপুর জেলার রাজনীতিতে। কারণ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিরোধী দলনেতার খাসতালুকে এই ভাঙনে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়তে চলেছে বিজেপি। তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছি, আমার জনতা সাংবিধানিক পদ্ধতি না মেনে মণ্ডল যেভাবে বিভাজন করা হল, তাতে আমার মনে হয় আমার এই পদে আর থাকা ঠিক হবে না। আমার কমিটির সকলেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই মহাশয় আমরা সকলে সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।

সূত্রের খবর, এবার সরাসরি নেতৃত্বের উপর ক্ষোভ প্রকাশ

বিদ্রোহের পথ মাইকেল

সেদিনই দেখিয়ে গেছেন

রান্নাঘরের টিনের চাল। কুলটি সাকতোড়িয়ার ময়লাগাদা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পারিবারিক শত্রুতায় বলেই গৃহকত্রীর। যদিও স্থানীয়দের মত, বাড়িতে বিস্ফোরক মজুত করা ছিল। তাতেই বিস্ফোরণ। গৃহকত্রীর দাবি, শুক্রবার রাত। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ২টো। আচমকা বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। পরিবারের সদস্যরা দেখেন রান্নাঘরের চাল উড়ে গিয়েছে।

আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান তাঁরা। স্থানীয়রাও জড়ো হয়ে যান। আতঙ্কিত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বাড়ির

পৌঁছয় কুলটি থানার পুলিস। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, তা দেখেন তদন্তকারীরা। এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মালিক শুভাশিস ঘাসি এবং তাঁর ছেলেকে আটক করেছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়ির ভিতরে ডিনামাইট বা কোনও বিস্ফোরক মজুত করা ছিল। তা থেকেই বিস্ফোরণ। যদিও সেই দাবি খারিজ করেছেন গৃহকর্ত্রী। দাবি, পারিবারিক শত্রুতার জেরে তাঁর ননদ বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করেছে। বিস্ফোরক পারিবারিক বিস্ফোরণের নেপথ্য কারণের খোঁজে পুলিস।

১ পৃষ্ঠার পর সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর ও অর্থনীতি ভাবনায় পরবর্তী কালের মাক্সীয় চেতনা ভাষণে বলেন যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন সমাজ, সংস্কারক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন যথার্থই এক প্রতিবাদী মুখ। ব্রিটিশ শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নীলদর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করে নীলচাষিদের প্রতিবাদ কে সমর্থন করেন। এইরকম মহাকবি কে স্মরণ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কার্যকরী সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর কর্মকান্ড সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

মূল দুই আলোচক অধ্যাপক স্বপন পাভা ও সঞ্জীব দাশ মধুসূদন দত্তের মূল্যায়নে বক্ষিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথসহ দেশি-বিদেশি বহু ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ টেনে জানান মধুসূদনের হাতেই তথাকথিত পুরাণের নব রূপায়ণ ঘটলো, সাহিত্যে ও চেতনায় মানুষ নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখলো, গতি পেল সত্যিকারের প্রগতি ভাবনা। আজকের অন্ধকার ধর্মীয় পরিস্থিতিতে মধুসূদন দত্তের মতো মুক্ত চিন্তার মানুষের বড়ো প্রয়োজন। এ–ব্যাপারে মিশেল হুগোর উদাহরণ দিয়ে ক্ষমতা ও প্রতিরোধের বিষয় জানান যা মধুকবির জীবন ও সৃষ্টির পরতে পরতে সুগ্রথিত। তাঁর সমাজ ফুটে উঠেছিল। তিনি যে সমাজবোধে যুগন্ধর ও নারীর অধিকার বোধ প্রতিষ্ঠার কবি তা মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রেণি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনিই মানবিক দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করতে শিখিয়েছেন। তাই তিনি যেমন সময়কে প্রভাবিত করেছেন তেমনি সময়ও তাঁর লেখাকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাই মধুসূদন দত্তের মতো আমাদেরকেও শিড়দাঁড়া সোজা রেখে প্রগতির আলোয় আলোকিত হতে হবে।

এরপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনের নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন কাব্য শ্রুতি–তরঙ্গ সংস্থার শিল্পীবৃন্দ ঃ সন্দীপ দত্ত, ইলা রায় চৌধুরী ও মিতা পাল। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হয়। ১১ জন কবি অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে প্রগতি লেখক সংঘ বেহালা শাখার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রুতি নাটক রেখো মা দাসের মনে। অংশগ্রহণে ঃ অধ্যাপক পার্থ চক্রবর্তী, গৌতম চৌধুরী, বিমান গুহঠাকুরতা, শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য এবং সাহানারা

বর্ধমানে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মোটর ভ্যানের তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি। পুলিস দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর প্রতিবাদে পথ অবরোধ স্থানীয়দের। তার ফলে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাহত যানচলাচল। শনিবার সকালে

মীরছোবা এলাকার ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে একটি মোটর ভ্যান এবং ট্রাক যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুজন। মৃতেরা হলেন শেখ বাপি এবং শেখ কিরণ। জখম হন শেখ জয়নাল এবং শেখ বালি নামে দুজন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের দাবি, বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার বহুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে

কিছুক্ষণ ধরে জাতীয় সড়কে চলে অবরোধ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিস। দেহ উদ্ধার করেন ময়নাতদন্তে নিয়ে হাসপাতালে। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যানচলাচল ব্যাহত হয়। সমস্যায়

সব আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হবে তাই আগেভাগে কৌশলের গল্প বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সব আসনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা নেই বিজেপির। এই ব্যর্থতা ঢাকতে আগেথেকেই 'কৌশলের' গল্প ফাঁদলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাংবাদিকরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, বিজেপি কি পঞ্চায়েত ভোটে সব আসনে প্রার্থী দিতে পারবে না? উত্তরে সুকান্ত মজুমদার জানিয়ে দেন, যেখানে আমরা প্রার্থী দেব না, সেখানে কৌশলগত অবস্থান নেব। যদিও কী সেই কৌশল, তা খোলসা করেননি তিনি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, রাজ্যে বিজেপির নিবিড় সংগঠন নেই। যা কিছু হুছুম দুছুম দেখি, তা বাইরে থেকে আনা দুষ্কৃতী ও ভাড়াটে লোকদের। বাকিটা পেটোয়া সংবাদ মাধ্যমের প্রচার। কার্যত বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। মিডিয়ায় মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যমে প্রার্থী হওয়ার যে দৌড়ঝাঁপ শোনা যায়, তা সবটাই বিজেপির সাজানো। আসলে প্রার্থী করার মত প্রয়োজনীয় সদস্যই নেই। এটা দলীয় ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতা চাপা দিতেই আগেভাগে গেয়ে রাখছেন রাজ্য সভাপতি। 'কৌশলের' গল্প ফাঁদছেন। বামেদের পক্ষই থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হারলে হারতে হবে, কোথাও বিজেপির সঙ্গে জোট করা হবে না। এটা জানার পর আর তো কোনও কৌশল হাতে থাকে না বিজেপির।

লাল পতাকার বিশাল মিছিল

১ পৃষ্ঠার পর সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য নন্দ সেনগুপ্ত, ডা: তমোনাশ ভট্টাচার্য ও শ্যামল মান্না, দলের কলকাতা জেলা পরিষদ সদস্য জ্যোতিন চন্দ, পি.কে.সুরানা ও শঙ্কর চৌধুরী, ফরওয়ার্ড ব্লকের কলকাতা জেলা সম্পাদক জীবন সাহা, আরএসপি'র কলকাতা জেলা সম্পাদক দেবাশিস মুখার্জি। মিছিলে পা মেলান বিটিইএ-এর স্বপন মণ্ডল, সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনাদি কুমার সাহু, ইউটিইউসি'র রাজ্য সম্পাদক দীপক সাহা, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের সর্বাণী ভট্টাচার্য। বামপন্থী দলের বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা, ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক শাখার নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন মেট্রো চ্যানেলের সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক ও সিপিআই(এম) কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার। তিনি বলেন, আরএসএস ও কর্পোরেট মদতপুষ্ট বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট দল। ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মুছে দিতে চাইছে। গুজরাট থেকে মুজফফরনগর, মুম্বাই থেকে সুরাট ও ভাগলপুরে তারা বড় বড় দাঙ্গা এবং গণহত্যা সংগঠিত করেছে। দেশকে তারা বিকিয়ে দিয়েছে বিভিন্নভাবে। অন্যভাবে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের দুর্নীতি ও স্বৈরাচার সবাই জেনে ফেলেছে। বিজেপি এবং তৃণমূল সম্প্রতি সাগরদীঘি উপনির্বাচনে গোহারা হেরেছে। তৃণমূল হেরেছে আর বিজেপি'র জামানত জব্দ হয়েছে। আর দুটো দল ধর্মীয় ক্ষেত্রে অংশ নিয়ে একটি বাইনারি তৈরি করে বাঁচতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে গেছে। আমাদের রাজ্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজির রাজ্য। তাই এ রাজ্যের মানুষ ওদের এখন ঘৃণা করছে। ওদের ঘৃণা করুন যারা আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দেয়। ওরা বিষ্ণুপুর, আমতলা, হাওড়ার শিবপুর, কাজীপাড়া, হুগলির রিষড়ায় আগুন জ্বালিয়েছে। কলকাতাতেও চেস্টা করেছিল কিন্তু কলকাতার মানুষ রুখে দিয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রথম বলি হতে যাচ্ছিল কলকাতা

১ পৃষ্ঠার পর লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সমস্ত টাকা তিনি হারিয়েছিলেন। এরজন্য তিনি ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি বহু মূল্যবান জিনিস বিক্রি করেছিলেন। এমনকী মায়ের পেনশনও সেখানে বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু, ওই যুবক ঋণের টাকা ফেরাতে না পারায় তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই অবসাদে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই যুবক। তাঁকে উদ্ধারের পর পরিবারের সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিস। উল্লেখ্য, এ বছর বিদ্যাসাগর সেতুতে এ নিয়ে ৪টি এই ধরনের ঘটনা ঘটল। যার মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে আত্মহত্যা রুখতে পেরেছে পুলিস। প্রসঙ্গত, প্রতিবছরই বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে ৭–৮ জন আত্মঘাতী হয়ে থাকেন। বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রবণতা রুখতে তৎপর হয়েছে কলকাতা পুলিস এবং সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)। পাশাপাশি দুর্ঘটনা রুখতেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এরজন্য কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতুতে ১০ টি ক্যামেরা রয়েছে। তার মধ্যে ৬টি ক্যামেরা খারাপ হয়ে যায়। আমফানে এই সমস্ত ক্যামেরা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আরও একটি ক্যামেরা দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আপাতত তিনটি ক্যামেরা সেখানে কাজ চলছিল। এসবের কারণে সেখানে নজরদারিতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিছুদিন আগেই এই সমস্ত ক্যামেরাগুলি মেরামত করার জন্য এইচআরবিসিকে চিঠি দিয়েছিল কলকাতা পুলিস। সেই সমস্ত ক্যামেরাগুলি মেরামত করা হচ্ছে।

উসকানিতেই অশান্তি

১ পৃষ্ঠার পর দিয়ে তলোয়ার এবং আগ্লেয়াস্ত্র দেখাতে থাকে। বেশ কয়েকজন পুলিসকর্মী আহত হন। রেল কর্তৃপক্ষের একটি গাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। রিষড়ায় ১৪৪ ধারা রয়েছে। তাতে বেকায়দায় পড়েছে বিজেপি। তারা এলাকায় ঢোকার জন্যে মরিয়া। তাই দিল্লি থেকে লোকজন আনিয়েছে। যদিও তাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। শনিবার ওই কেন্দ্রীয় টিম রিষড়ায় ঢুকতে গেলে ১৪৪ ধারা চলছে জানিয়ে পুলিস আটকে দেয়। দু পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ বচসার পর কমিটির সদস্যদের কার্যত খালি হাতেই ফিরে যেতে হয়। যদিও টিমের দাবি, কাল বা পরশু ফের তাঁরা আসবেন। পুলিসের দাবি, রিষড়ায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। বহিরাগতদের ঢুকতে দেওয়া যাবে না। যেমন এক বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় টিমকে খোঁচা দিয়েছে তৃণমূলও। তাদের বক্তব্য, এখানে কেন? মুঙ্গেরে যাক। এখানে বন্দুক নিয়ে নাচে আর মুঙ্গেরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এরা রাজনৈতিক পর্যটক। এলাকায় উসকানি দিতে আসছে। এদের ঢুকতে দেওয়া উচিত না।

ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী কপর্দকহীন স্বামী

মহাদেব

স্ত্রী মারণরোগ ক্যানসারে ভুগছেন। দম্পতি। যে কারণে স্ত্রীর সঙ্গে চিকিৎসার পিছনে সব সঞ্চয় স্বামীর হামেশাই ঝামেলা লেগে শেষ। দষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় কাজ

নিজেও আর করতে পারেন না। আর্থিক সংকটে পড়ে অসুস্থ করে আত্মঘাতী ঘটেছে। এদিন সকাল ৯.২৫ মিনিট নাগাদ যাদবপুর ১৩৯ কলোনির বাড়ি প্রসাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস। দাম্পত্য কিন্তু চোখের সমস্যার জন্য কাজ চলে যায়। প্রায় সাতমাস ধরে তাঁর কাজ নেই। টিনের থাকতেন। এদিকে সংসারের খরচ চালাতে পারছিলেন না। তার ওপর স্ত্রীর মারণরোগের

এদিন প্রথমে তিনি স্ত্রীকে এমনই চরম শ্বাসরোধ করেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেন। তারপর ঘরের এক প্রৌট। শুক্রবার সিলিংয়ের সঙ্গে ওই গামছা যাদবপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি দিয়ে নিজে গলায় দড়ি দেন পুলিস জানিয়েছে, এদিন ঘরের মেঝেতে স্ত্রীর দেহ পড়ে ছিল। সিলিংয়ে গলায় গামছা থেকে বৈজনাথ প্রসাদ (৬২) দিয়ে ঝুলছিলেন স্বামী। ঘর (৫৭) থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে। সুইসাইড আদতে বিহারের বাসিন্দা। ৩২ নোটে লেখা আছে, তাঁদের জীবন। মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বৈজনাথ গাড়িচালক ছিলেন। আর্থিক সমস্যা ও অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে মানসিক ভুগছিলেন বৈজনাথ। এদিন আনন্দপুরেও এক দেওয়া একটি ঘরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (৫০)। নোনাডাঙা রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দা সিলিংয়ে চিকিৎসাভার। চরম আর্থিক গলায় গামছা দিয়ে ঝুলছিলেন।

> মূল্যবৃদ্ধি, গণতন্ত্র হত্যা, ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবিতে বেনিয়ম ও টাকা লুটের প্রতিবাদে সুষ্ঠূ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বামফ্রন্টের ডাকে জেলা শাসক দপ্তরের সামনে

অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ

১০ এপ্রিল সোমবার বেলা ১২টা ৩০মিনিট থেকে বিকেল ৫ টা বক্তাঃ স্থপন ব্যানার্জি, মহম্মদ সেলিম, সুভাষ নম্বর, সুজন চক্রবর্তী, ডলি রায়

রবিবারের পাতা



অলংকরণ : দেবনাথ নন্দী।

এবং বাংলা কবিতা...

À অভিজিৎ রায়

কা কবিতা ধানবাদ ছাড়িয়ে যাবে কি না এ প্রশ্নের চেয়েও বড় প্রশ্ন বাংলা কবিতা কেন বাংলার প্রতিটি ঘরের চৌকাঠ টপকাতে অক্ষম হয়ে পড়ল? কেন বাংলা ভাষার কলেজ, ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বাংলার কবিতার অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে উদাসীন?

বৃত্তের ভিতরে শুধু বৃত্ত আঁকলে আমরা ক্রমশ বিন্দুর দিকে ছুটে যাই। বাংলা কবিতা এখন সেই বৃত্তাভিমুখী। ধানবাদ ছাড়িয়ে যাওয়া অনেক দূরের কথা কবির ফেসবুকের দেয়াল ভেঙে সে আর এগোতেই পারে না।

বাঙালি বাস্তব মেনে নিতে পারে না বলেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে মনে করে উন্নয়ন। ইদানিং বাঙালি বোধহয় বেকারত্ব বৃদ্ধির হার দিয়ে জিডিপির হিসাব কষতে কষতে ভুলে গেছে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। এখন বাংলা কবিতা তাই এপাং, ওপাং, ঝপাং লাফে ধানবাদ পার করে 'কবিতাবিতান'–এর উত্তরসূরী খুঁজছে পরবর্তী পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণার আগে।

'ট্রোল' আর 'মিম'–এর সমাজ নির্মাণ করার গৌরবে কবি প্রতিদিন মঞ্চে উঠছেন। মুখে, সমস্ত শরীরে আলো মেখে কবি যখন নির্জন অন্ধকার চর্চার কথা বলেন তখন ভাষাদিবসের মঞ্চে তার ধুলোর সার্থকতা খুঁজে পাবার সারল্যে বাংলা কবিতা হতবাক হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতা কী হতে পারত আর কী পারল না তার নকাই ভাগ দায় যে কবিতা আকাদেমি আর বাংলা আকাদেমির তা এখন বাংলা ভাষার তিনটি শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়। এপাং, ওপাং, ঝপাং। যে আগুন প্রত্যেক বাঙালিকে পুড়িয়ে সোনা করতে পারত, আজ তা শুধুমাত্র বাঙালি ও বাংলা ভাষার চিতা জ্বালাতে ব্যস্ত। সমস্ত শিবির আজ শুধু পুরস্কার বিতরণের খেলায় মেতেছে। কার নামাঙ্কিত পুরস্কার কে পাচ্ছেন আর কেন পাচ্ছেন তা শুধু বুঝতে পারছি না আমরা। আমরা কারা? যাদের ক্ষমতা ছিল সুবোধ হবার কিন্তু নির্বোধ হয়েও আজ তারা রাজপথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে সাড়ে সাতশো দিন—'রূপমকে একটা চাকরি দিন'।

অনুপ্রেরণা

🗪 মলয় পাত্র

যে শব্দ বিষিয়ে গেছে শুদ্ধ হতে তার কিছু সময় লাগবে তার কাঁধে হাত রেখে প্রগাঢ় সখ্যের ছবি বিজ্ঞাপনে নাটমঞ্চে গাছে গাছে টাঙিয়েছে যারা তাদের সে ঘৃণা করে

কেননা সে বিজ্ঞাপন নয় সে এক ধ্রুবক তার অন্য কোনো মুখ নেই যারা তাকে হাতে পায় বসায় মুখের পাশে কৌশলে কপালে তার লেপে দেয় মিথ্যের কলুষ

তবু তার ফিরে আসা আছে। একদিন অর্থ থেকে অপলাপ ঝরে গেলে মানুষেরা তার এই কলঙ্কলিখন ভুলে গেলে গভীর সংবেদ নিয়ে ফিরে আসা আছে শুদ্ধ হতে শুধু কিছু সময় লাগবে।

দক্বদল

🖎 সুকুমার রুজ



এখানে এসো না!

একটা সেলফি তুলি।

মেয়ের কথা শুনে, সুজাতা

অপালা নতুন মোবাইল

মা পাশে দাঁড়াতেই অপালা

ও মা! ছবি তুলবি, আগে

ন্যাচারাল ছবিই তো ভালো।

আরে! দেখি দেখি, দাঁড়া! এ

ওহ মা! তোমাকে আর কত

কী রকম ছবি তুললি! খুন্তিখানা

তো আমার ডানহাতে, ছবিতে

ডানহাতটা বাঁ–হাত হয়ে যায়।

আর বাঁ–হাত হয় ডানহাত, সব

সুজাতা অবাক হয়ে ভাবে

যাবে! তাহলে তো কিছুটা নিশ্চিন্ত

হওয়া যায়। সেদিন হাসপাতালের

ডাক্তারবাবু বলেছেন, ব্যথাটা

ডানদিকে হলে চিন্তার কিছু ছিল

না। কিন্তু ব্যথা যে বুকের বাঁ–

দিকে। অনেক রকম পরীক্ষা–

এসব করাতে অনেক সময়

লিখে দিলাম।

লাগবে। বাইরে থেকে করিয়ে

নিন, চিরকুটে ল্যাবের ঠিকানা

হাসপাতাল থেকে ফেরার

গিয়েওছিল। তারা সব দেখেটেখে

সময় সুজাতা সেই ঠিকানাতে

বলেছে, সমস্ত টেস্ট করাতে

হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে।

সেদিন মেয়ে স্কুল থেকে

ফেরার পর ওকে খেতে দিতে

দিতে বলেছিল, অপু, বুকে ব্যথার

জন্য আজ হাসপাতালে দেখাতে

একগাদা টেস্ট লিখে দিল। খোঁজ

নিলাম, পাঁচহাজার টাকা লাগবে।

না মা, বুকে ব্যথা খুব

হয়ে যেতে পারে। টেস্ট করাতেই

দশহাজার টাকা দেবে। তা থেকে

তোমাকে পাঁচ হাজার দেবো টেস্ট

কিছুদিনের মধ্যে অ্যাকাউন্টে

খারাপ জিনিস। স্ট্রোক–ফোক

হবে। আর কদিন সবুর করো।

হেড দিদিমনি বলেছে, ট্যাব

কেনার জন্য সরকার থেকে

টাকা ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু

মায়ের টেস্ট করানো হয়নি।

দিদিমনি বলেছিলেন, সবাই

ট্যাব হবে না। ওই টাকায়

ফোন কিনে দেওয়া হবে।

সবাইকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল

একসাথে অনেকগুলো কিনলে

প্রতিটা দশ হাজারের মধ্যে হয়ে

আজ স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে।

কী হলো মা! সেলফিতে

খুন্তিটা বাঁ–হাতে দেখানোয় তুমি

হচ্ছে! দাও দাও, কী খেতে দেবে

যায়। অপালা কলঘরে হাত মুখ

ধুচ্ছে। ওখানে ও একটা বড়

আয়নার ভাঙা টুকরো কোনো

সুজাতা আবার রান্নাঘরে ঢুকে

খুব চিন্তায় পড়ে গেলে মনে

দাও। খুব খিদে পেয়েছে।

মা-কে নিয়ে সেলফি তুলেছে।

অপালা এখন অধৈর্য—

অপালা সেই মোবাইলফোন

দশহাজার টাকা তুলে নীলুদার

কাছে জমা দেবে। দশহাজারে তো

করানোর জন্য।

থাক, ওসব করাব না।

গিয়েছিলাম। ডাক্তার দেখেশুনে

নিরীক্ষা করাতে হবে। হাসপাতালে

বুকের বাঁ–দিকে না হয়ে

—সব উল্টো হয়ে যায়! মানে

বাঁদিকের বুকটা ডানদিকে হয়ে

বাঁ–হাতে দেখাচছে যে!

যে শেখাবো! সেলফিতে

বলবি তো! মাথাটাথা আঁচড়ে

একটু ঠিকঠাক হয়ে নিতাম।

মাথাটা যেন কাকের বাসা।

দেখো, তোমাকে কত্ত সুন্দর

লাগছে।

অলংকরণ : সিদ্ধার্থ বসু

রকমে দেয়ালে লাগিযে রেখেছে। টুকরোটা কুড়িয়ে পেয়েছিল পাশের তিনতলা বাড়ির পেছনের গলিতে। ভেঙে গেছে বলে ফেলে দিয়েছিল হয়তো! ও এখন মুখখানা সাবান দিয়ে ধোয়ার পর ওই আয়নায় মুখ দেখে। কই! খুব তো ফর্সা লাগছে না! সেই কালো–কুচ্ছিত মুখ। কিন্তু সেলফিতে মুখখানা বেশ ফর্সা ও সুন্দর লাগছিল। তবে কি সেলফিতে ডানদিক বাঁদিক পাল্টে যাওয়ার মত অসুন্দরও সুন্দর হয়ে যায়! সত্যিই সেলফি এক আজব জিনিস। মোবাইলে সেলফি ভিডিওও নাকি হয়। দত্তবাড়ির শুক্লা মাঝেসাজে ওর দামি মোবাইলফোনে দেখায় ওর নিজের ভিডিও। টিক টক,

না কী যেন বলে।

ঠোঁট নাড়িয়ে হাত পা নেড়ে গান গায়। কী দারুন লাগে। যেন সিনেমার হিরোইন। কিন্তু শুক্লা দেখতে তেমন ভালো নয়। কী করে যে এসব হয়!

সুজাতা মেয়ের জন্য ভাত বাড়তে বাড়তে ভাবেন, সেলফি অনেকটা আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন নিজেকে দেখলে ডান হাতটা বাঁহাত মনে হয়, সেরকম ওই মোবাইলফোনে নিশ্চয়ই কোন আয়না লাগানো আছে। কিন্তু ওইটুকু আয়নাতে সারা শরীরটা কি করে যে...!

আয়নার কথা মনে পড়তে সুজাতার মনে পড়ে যায় বহু বছর আগের কথা। তখন সদ্য বিয়ে হয়ে এই বাড়িতে এসেছে। বিয়ের বৌভাতের নিমন্ত্রণে নানাজনে নানারকম উপহার দিয়েছে। কাচের শরবত সেট, ছবি রাখার অ্যালবাম, চিনামাটির কাপ সেট।

কে একজন যেন একখানা বড় আয়না উপহার দিয়েছিল। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো আয়নাটা পেয়ে ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। আর সে মানুষটাও ওই আয়না দেখে খুব খুশি হয়েছিল। তারই কথায় আয়নাটা শোওয়ার ঘরে লাগানো হয়েছিল। প্রথম প্রথম যেদিন মানুষটার মন ভালো থাকতো, সেদিন ওকে কাছে ডেকে নিয়ে, ওকে জড়িয়ে ধরে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াতো। তখনও কপট রাগ দেখিয়ে বলতো, এমনিতে দেখে বুঝি মন ভরে না! আয়নায় দেখার কী আছে! আমার লজ্জা লাগে। মনে হয়, অন্য কেউ যেন আমাদের

সে বলতো, আয়নায় যে সবকিছু দেখা যায়। মুখ, বুক, এমনকি একদম বুকের ভেতর অবধি। তাইতো আয়নায় দেখি।

তখন ও তড়িঘড়ি বুকের ওপর আঁচল টেনে বলতো, যাহ্, তুমি ভারি অসভ্য। সেই আয়নাটা আর নেই। কবে কীভাবে যেন ভেঙে গেছে, আর মনে নেই। দুপুরবেলা যখন ও বাড়িতে একা

তখন শোওয়ার ঘরে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ও আয়নার সামনে দাঁড়াতো। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। পুরো শরীরটা দেখতে ভালো লাগতো। সে মানুষটা বলে, আয়নায় নাকি বুকের ভেতর অবধি দেখা যায়। কই

না তো! তবে কি আঁচলখানা সরালে...!

ও আঁচল সরাতো, তারপর ব্লাউজ, তারপর...। তবুও ও বুকের ভেতর দেখতে পেত না। শুধু বুকের বাঁদিকের

জডুলটা ডানদিকে হয়ে যেত। ওই জড়ুল দেখে সেই মানুষটা বলতো, এটা আমার, তাই চিহ্ন করা আছে। আর ওটা মামনির।

সেই মামনি এখন ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। কি আশ্চর্যজনকভাবে মামনির বাঁদিকের বুকেও একটা জডুল, ওর মতোই।

অপালা ততক্ষণে ঘরের মেঝেয় একটা আসন পেতে নিয়ে বসেছে—মা ভাত দাও! বেলা চলে যাচ্ছে।

হাাঁ, এইতো দিচ্ছি। অপালা ভাত মুখে তুলে বলে—মোবাইলের কালারটা ভালো হয়েছে, বল মা!

হ্যাঁ, খয়েরি রং তো ভালো। এটা খয়েরি রং নয় মা! এটা পারপেল কালার। তুমি রংও ঠিকঠাক চেনো না।

আমার আর রং চিনে কি হবে বল। আমার তো এখন সবই সাদা রং। চুলগুলো আর সাদা

তুমি যদি এখন সাদা ছাড়া আর কিছু না পরো। পাশের বাড়ির শ্রাবন্তীর মা তোমার চেয়েও বয়সে বড়। কবে

বিধবা হয়েছে মনে পড়ে না। এখনো রঙিন শাড়ি পরে। আর

ওদের কথা বাদ দে। ওরা হলো বড়লোক। যা পরবে, তাই মানাবে। লোকেও ভালো বলবে। আমি রঙিন পরে বেরোলে

লোকে ছি ছি করবে। বাদ দাও মা। তোমাকে বলে লাভ নেই।

হাাঁ, সেই ভালা। হাাঁ রে অপু বলছিলাম, স্কুল থেকে যে মোবাইল দিল, এটা তো তোদের ওই অনলাইন পড়াশোনা করার জন্য। তাহলে স্কুলে তো আর যেতে হবে না?

না না, সে তো লকডাউনের এই কটা দিন। তারপর তো স্কুল খুলে যাবে।

তখন কি আবার মোবাইল ফেরত নিয়ে নেবে?

মা তুমি না খুব বোকা। ফেরত নেবে কেন! একবার দিলে আর কি ফেরত নেয়? তখন আমারই থাকবে। তখন টিক টক করবো, সেলফি তুলব, আর তোমার অনেক অনেক ছবি তুলে দেব। রঙিন শাড়ি পরতে হবে

আমার কি আর রঙিন শাডি পরা যায় রে পাগল মেয়ে! আমি যে বিধবা।

এসব তোমাদের মান্ধাতা আমলের নিয়ম কানুন ছাড়ো তো! এখন সবাই রঙিন পরে, তুমিও পরবে। আর আমিও তোমার একখানা রঙিন শাড়ি পরে সেলফি তুলব, ভিডিও

করব। টিক টক। গানের সঙ্গে। সে তুলিস। তোরই তো এখন রঙিন পরার বয়স। কিন্তু পরতে সময় পাস না। স্কুলের ওই নীল সাদা ইউনিফর্ম পরেই সারাদিন

কেটে যায়। জানো মা! কলেজে না ইউনিফর্ম লাগে না। যে যা খুশি পরে কলেজ যেতে পারে।

তাহলে তো ভালো। ভালো করে পাসটা কর। কলেজে ভর্তি হবি। তখন আমার রঙিন শাড়িগুলো পরে কলেজে যাবি।

হাা মা, পরবো। আচ্ছা, তোমার ভাত তো বাড়লে না! তোমার কি খাওয়া হয়ে গেছে? না রে! খেতে ইচ্ছে করছে না। বুকের বাঁদিকটা কেমন

চিনচিন করছে। বোধহয় সকালে বাসি রুটি খেয়ে গ্যাস হয়েছে। তুমি তো রুটি খাওনি! আমি তো রুটি খেয়ে স্কুলে গেলাম।

তুমি শুকনো মুড়ি খেয়েছিলে। তাহলে হয়তো অন্য কারণে ব্যথা

শোনো! পাঁচহাজার টাকা লাগে লাগুক, তুমি কালই টেস্টগুলো করিয়ে নাও।

এত টাকা কোথায় পাবো! আমি ব্যবস্থা করব।

তুই কী করে ব্যবস্থা করবি? নীলুদা বলেছে, সরকার টাকা দিয়েছে। মোবাইল কেনার কথা, কিনে দেওয়া হয়েছে। সরকারকে হিসেবে দিতে হবে তাই। এখন কেউ যদি মোবাইল ব্যবহার করতে না চাও, আমার কাছে নিয়ে আসবে। রামসাম দিয়ে কিনে নেব।

রামশ্যাম কীরে? ওই টাকাই আর কী। থোক টাকাকে বলে বোধহয়! কাল তাহলে নীলুদার কাছে মোবাইলটা ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আসব।

না না, তোকে মোবাইল ফেরত দিতে হবে না। আমি তো আর মোবাইল কিনে দিতে পারব না। স্কুল থেকে দিয়েছে যখন, তখন রেখে দে। কথাও বলা যাবে। আর ওই সেলফি–টেলফি তুলবি। শুধু দেখবি, বাঁদিকটা যেন বাঁদিকেই রাখা যায়।

না মা, টাকা কাল জোগাড করতেই হবে। তোমার বুকের বাঁদিকের ব্যথা না সারলে...! কী যে হয়েছে! ভালো করে দেখানো

তোকে এত ভাবতে হবে না। তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর তো! কলেজে ভর্তি হয়ে পাস করে তোকে স্কুলের দিদিমনি হতেই হবে। মোবাইলে অনলাইন ক্লাস কর ভালো করে।

আমাদের স্কুলের দিদিমনিরা অনলাইন ক্লাস নেয় না তো! বলে, সকলের মোবাইল, ট্যাব এসব নেই। কী করে

অনলাইন হবে? তাছাড়া দিদিমনিদেরও অনেকের বোতাম টেপা ফোন। ওতে ক্লাস নেওয়া যায় না।

তবুও তুই মোবাইল ফেরত দিস না। ওতে ফোন করা যায়, সেলফি তোলা যায়, আরও কত কিছু করা যায়।

ঠিক আছে দেখি কী করা

আর শোন না! বলছি যে, মোবাইলের আয়নার সামনে দাঁড়ালে বুকের ভেতর অবধি কি দেখা যায়? তাহলে দেখতাম বুকের বাঁদিকে ভেতরে কী

এ আবার তোমার কেমন কথা মা! মোবাইলফোনে কি এক্স রে মেশিন লাগানো আছে?

না, মানে তোর বাবা বলতো...।

বাবা তো অনেক কিছুই বলতো মা। আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বাবা বলতো, ৩৯আয়নায় নিজেকে এত দেখার কী আছে! নিজের মনের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে হয়।

হাঁা রে, ঠিকই বলতো তোর বাবা। তখন বুঝতাম না। এই যে আমি, এখন তো মনে মনেই নিজেকে দেখি। চোখ দিয়ে দেখার দরকার হয় না। বরং মনে মনে অনেক বেশি দেখা যায় আগের আমিটাকে, এখনকার আমিটাকে।

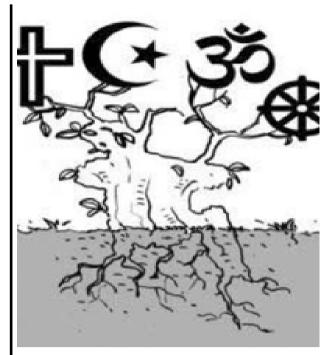
মা, তুমি না মাঝে সাঝে কেমন কেমন কথা বল! শোনো! কাল আমি মোবাইলটা নীলুদাকে দিয়ে পাঁচহাজার টাকা নিয়ে আসব। তোমার নিষেধ শুনবো

শুনবি না যখন, তখন দিয়ে আসিস। তাহলে আর ওই সেলফি তোলার কথা মনে হবে না। ওতে যে সব পাল্টে যায়

রে! ডানদিক বাঁদিক ঠিকঠাক থাকে না। বেশি সেলফি তুললে তুই যদি আবার পাল্টে যাস! তখন আমার কী হবে।

অপালা মাকে জড়িয়ে ধরে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে—তুমি আমার একটা বোকা-হাঁদা মা। কিছুই জানো না। যাও,

তোমারও ভাত বেড়ে আনো। একসাথে খাবো।



À খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

্ব বছর আগে দেরাজতুল্যা শেখ যেদিন কলম বাঁধতে 🍑 আসে হরেন বোসের বাড়িতে, সে দিনটা ছিল রামনবমী। আম্রপলি গাছের একটা ডালের ছাল তুলে একটা অজানা আমের চারা জুড়ে দিয়ে যখন সে নিচে নেমে আসছে গুঁড়ি ধরে, তখন পাঁচিলের বাইরে রাস্তার উপর টান টান উত্তেজনা। দুদিক থেকে দুটো সশস্ত্র মিছিল আসছে স্লোগান দিতে দিতে। জয় সিয়ারাম ধ্বনি তুলে তরোয়াল, খাঁড়া, ঘোরাতে ঘোরাতে রামনবমীর মিছিল একদিকে রাস্তার অন্য মুখে নারাই তকবির, আল্লা হো আকবর বলে হাঁকতে হাঁকতে কুড়ুল, বল্লম, লাঠি হাতে আর একদল মানুষ এগিয়ে আসছে।

বিশাল পুলিস বাহিনী মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশান্তি প্রতিরোধে সজাগ রয়েছে। বোসবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—বুঝলে দেরাজ, দেশটাকে এরা শান্তিতে থাকতে দেবে না। বাপের জন্মে রামনবমীর নামে এইসব কাগুকারখানা দেখিনি।

—আমারও দাদাবাবু আল্লার নামে মোমিনদের কোনদিন লাঠি বল্লম নিয়ে পথে নামা চোখে পড়েনি।

—আসলে কি জানো ভাই, একপক্ষ উস্কানি দিলে অন্য পক্ষও তার পাল্টা করবে।

—ঠিক তাই দাদাবাবু। তবে ভাববেন না।

—ভাবনা তো এসেই যায় দেরাজ। আমি একজন মাস্টারমশাই। বছরের পর বছর ধরে ছাত্রদের পড়িয়ে যাচ্ছি, এদেশ অশোক আকবরের দেশ, দারাশিকো, রবীন্দ্রনাথের দেশ। সে দেশে আজ এসব কি হচ্ছে বলো তো? আমরা এখানে হিন্দু-মুসলিম সব ভাই ভাই এর মতো থাকি, ঈদ, বিজয়া সবতাতে সবাই আমরা একসঙ্গে আনন্দ করি। আর আজ এসব কি অসভ্যতা ধর্মের নামে?

—দাদাবাবু! আমি লেখাপড়া বেশি জানিনে। কলম বেঁধে খাই। এইটা বুঝি, একটা অচেনা গাছের ডাল একটা অচেনা চারার সঙ্গে ছালে ছালে জোড়া লাগে ঃ তার পর একটা নতুন গাছ হয়, সেই গাছে বোল হয়, ফল হয়। তবে যা একটু সময় লাগে। দেখবেন, আন্তে আন্তে সব ঠিক হয়ে যাবে এসব। শান্তিতেই থাকবো সবাই আমরা এই সোনার

আজ তিন বছর বাদে দেরাজের হাতে তৈরি কলমের গাছে মুকুল হয়েছে ঃ ছোট ছোট গুঁটিও দেখা দিয়েছে আমের। সেদিকে তাকিয়ে হরেনবাবু নিজের মনে বলে

এবার বৈশাখের মাঝামাঝি রমজান শুরু হবে, অক্ষয় তৃতীয়া হবে ৩০শে।

তখন এই আম দেবো কোনো একদিন সন্ধ্যায় দেরাজের ও তার আত্মীয়দের এপ্তারে। আর ভগবান শ্রী শ্রী গোপাল ও জগন্নাথ দেবের ভোগে। একরাশ ফাল্কুনি বাতাস বয়ে যায় ধীরে হরেন ও গাছটাকে ঘিরে।



কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা 🗖 ২৫ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 রবিবার

বিদ্যালয় শিক্ষার সংকট

এ রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষায় এক চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা দ্রুত কমছে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় তা প্রকাশ পেয়েছে। একই রকমভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলছুটের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর টাকার বিনিময়ে শিক্ষকের চাকরি দেবার ঘটনায় বিপর্যস্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তরের কেন্টবিষ্ট্ররা দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই, ইডি'র হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলবন্দি রয়েছেন। নতুন শিক্ষক নিয়োগ নেই। অর্থের বিনিময়ে যারা চাকরি পেয়েছিলেন তাদের অনেকেরই চাকরি চলে গেছে, তা সামাল দিতেই ব্যস্ত শিক্ষাদপ্তর। দ্রুত পড়ুয়া কমে যাবার ঘটনায় তারা আদৌ চিন্তিত কিনা বোঝা দায়। কিন্তু এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বেশিদিন চললে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা শিকেয় উঠবে। ইতিমধ্যেই বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে শুধু জোড়াতাপ্পি ব্যবস্থা দিয়ে তা ফিরিয়ে আনা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক সময় বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন ছিল। সার্বজনীন শিক্ষা ও তার পরে সর্বশিক্ষা মিশন চালু হবার পর সেই আইন অবশ্য চাপা পড়ে যায়। বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনকে শুধু ফিরিয়ে আনা নয় তাকে বিস্তৃত করে বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন চালু করা প্রয়োজন। সেই আইনের আওতায় রাজ্য সরকারের থেকে যারাই আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন তাদের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি স্কুলে পড়ানোর আইন আনা থেকে মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে আমলা, কর্মচারী সহ যারাই সরকারি সাহায্য পান তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারি স্কুলে পড়াবার জন্য কঠোর আইন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে দিল্লিতে আপ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া যেভাবে সরকারি স্কুলে পরিকাঠামো আমূল পরিবর্তন করে আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষার জন্য সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তা এরাজ্যেও করা হোক। এর মধ্য দিয়েই এরাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্ত বিদ্যালয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। কিন্তু একমাত্র ভোটের দিকে চেয়ে থাকা এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি কি শিক্ষাব্যবস্থার এই আমূল সংস্কারে বিন্দুমাত্র উৎসাহী। ভোট যাদের একমাত্র লক্ষ্য সেই দুটি দল ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে বাইনারি করতে ব্যস্ত। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র চিস্তা নেই

নিরাপতার অভাব ও অসাম্য

নারেগা কি মডেল হতে পারে?

সুবীর মুখোপাধ্যায়

এসে। এক্ষেত্রে যারা জিতে আসছেন তাদের বাকচাতরতা মানষকে পথভ্রস্ট করে চলেছে এবং বিজয়ীদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে আদৌ কোনও আস্থা আছে বলে মনে না হওয়ায় মানুষ যেন ক্রমশ এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বটাই তাদের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন এর পিছনের কারণ হল—নিরাপত্তার অভাব এবং ক্রমবর্ধমান অসাম্য। এই নিরাপত্তাহীনতা—আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক। এরও পিছনে রয়েছে অনিশ্চয়তা। এই বিষয়গুলিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে সামনে এনে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এক্ষেত্রে পোশাক থেকে খাদ্যাভ্যাস, ইতিহাসের গলিপথ, অতীত গৌরবগাথাকে সুচারুভাবে ব্যবহার করে চলেছে। এর একটাই উদ্দেশ্য—নিজের অকমর্ণ্যতার বিষয়গুলিকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া—এটাই বর্তমানে দস্তুর, এটি কর্তৃত্ববাদেরই নামান্তর। এখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাহীনতা ও অসাম্যর বিরুদ্ধে যে ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন তা রাষ্ট্র নিতে অস্বীকার করে, সবকিছুই ছেড়ে দেওয়া হয় বাজার ব্যবস্থার উপর। এখানে ন্যুনতম আর্থিক আয়কেও অস্বীকার করা।

বিভিন্ন আলোচনা ও তথ্য দেখাচ্ছে ভারতে আর্থিক অসাম্য এক চরম আকার ধারণ করেছে. যদিও সরকারি তথ্য এক্ষেত্রে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে কারণ নিয়মিত ভাবে সরকার তথ্য প্রকাশ করতে অনীহা দেখায়। অথচ আর্থিক অসাম্য বাডতে থাকলে সেই অসাম্য নিয়ে উপস্থিত হয় শিক্ষাক্ষেত্রেও। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের অসাম্যও দেশকে নিয়ে যায় পিছনের দিকে। শুধু এখানেই শেষ নয়, আর্থিক অসাম্য পুষ্টি পাওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ অসাম্য আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সি এম আই ই'র ২০১৯ সালের একটি পরিসংখ্যান দেখাচেছ ভারতের পঞ্চাশ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় তেরো হাজার টাকা বা তার কম। আর পরিষেবা গত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির ৯০ শতাংশের আয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বা তার কম। তথ্য বলছে এই আয়ের মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ'কোটি। অর্থাৎ ১৪০ কোটির মধ্যে এরা নিতাস্তই নগণ্য, অর্থাৎ ভারত যেন ক্রমশ এক চরম অসাম্যের দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এখানে মানুষের চাহিদাও ক্রমহ্রাসমান, বিপদ এখানেও। আয়ে অসাম্য, সুযোগে অসাম্য, নিরাপত্তাহীনতা এসবের একটাই উত্তর—আয়কে উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাওয়া, যা কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় অসম্ভব। আর রাষ্ট্র (!) যার দায়িত্ব আয় পনর্বন্টনের মাধ্যমে অসাম্য কমিয়ে আনা সে তো সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাই ভারত আজ এক চরম অসাম্যের দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই অসাম্য গ্রামাঞ্চলে

যে তথ্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল— কোভিডকালীন সময়ে সরকারের ব্যর্থতা, দেশজুড়ে কঠোর লকডাউন যথেষ্ট বিপত্তি ঘটেছিল, আর্থিক প্যাকেজের নামে দেশবাসীর সঙ্গে প্রহসন থেকেও বিপত্তি। সেই রেশ এখনও চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের অনুমান ছিল কোভিড নিম্ন আয় ও মধ্য আয় সম্পন্ন দেশগুলিতে দারিদ্র ও অসাম্যের বৃদ্ধি ঘটাবে। আর স্থাবে না।

্রিশে দেশে গণতন্ত্রের অধঃপতন ঘটে চলেছে, অথচ এই আই এল ও বলেছিল ৪০০ মিলিয়ন ভারতীয় দারিদ্রের মধ্যে সবই শাসকেরা করে চলেছেন ভোট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবে। এই অবস্থায় মোদিজির সরকার মাসে মাথা পিছু ৫ কেটি করে চাল বিনামূল্যে ৮০০ মিলিয়ন মানুষকে যোগান দিয়েছিলেন। আর এম জি এন আর ই জি এ-তে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেস্টা করেছিলেন। এছাড়াও কৃষক ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগদের কিছু যোগান দিয়েছিলেন, যা খানিক স্বস্তি এনেছিল।

তথ্য দেখাচ্ছে নারী পুরুষের মজুরি বৈষম্য গত দশকের তুলনায় এই দশকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মজুরি বৈষম্য উচ্চ আয়ের স্তরে আরও বেশি—এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ২০২৩-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত এন এস ও প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। নারী পুরুষের এই মজুরি বৈষম্য প্রকট হয়েছে কোভিড কালে লকডাউন ও পরিযায়ী শ্রমিকের গ্রামে ফিরে আসার সময়ে। এই বৈষম্য আরও বেডেছে কারণ নারী শ্রমিকেরা যে কোনো সময়েই কাজে যেতে অপারগ হওয়ার বা দূরবর্তী স্থানে কাজের জায়গায় উপস্থিত হতে না পারার ফলে। এর পিছনে মূল কারণ হল মহিলাদের দিনের একটা বড় সময়ই পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকা। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কারণ রয়েছে এই বৈষম্যের পিছনে।

এখানেই আসছে মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ রোজগার যোজনা (এম জি এন আর ই জি এ)'র প্রশ্ন। এই কর্মসূচি কোভিড সময়ে এক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। ২০২০ সালের এই কর্মসূচিতে বাডতি অর্থের যোগান ক্রমহাসমান মহিলা নিয়োগের ধাক্কাকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছিল। এম জি এন আর ই জি এ সমকাজে সম মজুরির ভিত্তিতেই পরিকল্পিত হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে কাজ হয় দিনের বেলায় এবং এখানে কোনো ওভারটাইম বলে কিছু নেই। আর কাজ হয় একেবারেই স্থানীয় ভিত্তিতে, ফলে মহিলাদের এই কর্মসূচিতে কাজ করতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। এই কর্মসূচিতে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো সময়ে কাজে যোগদান করতে পারে। এটাই এই কর্মসূচির আর একটি বৈশিষ্ট্য। অথচ এই প্রকল্পে সরকারি বরান্দ ক্রমশ কমে আসছে যা উদ্বেগের। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে গ্রামীণ প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ ছিল ১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। এখানেও ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ কমানো হয়েছিল ২৫ শতাংশের বেশি। গ্রামের মানুষের হাতে এটাই রোজগারের বড় ভরসা এবং তা চাহিদার দিকটিকে সচল রাখতে সাহায্য করে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বাজেটেও কিন্তু এই প্রকল্পের বরাদ্দ কমে হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকা যা গত বাজেটের (৭৩,০০০ হাজার কোটি) থেকে ১৮ শতাংশ কম।

এই গ্রামীণ কাজ কর্মসূচি গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। তাই আর্থিক সংকট যদি দূরও হয়ে যায় এই কর্মসূচিকে বাতিল করা চলবে না। যদিও সুদূর ভবিষ্যতে এই আর্থিক সংকট দূর হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাই এই কর্মসূচিতে সরকারের আরও গভীর মনোযোগ দরকার। এই কর্মসূচি আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে। এম জি এন আর ই জি এ নারী পুরুষের আয় বৈষম্য দূর করতে একটি মডেল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। অন্তত গ্রামীণ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাকে অস্বীকার করা

বিষবৃক্ষ

প্রতিবেদনটি জনস্বাস্থ্য চর্চা, সোদপুর, প্রচারিত। এর সর্বজনীনতা বিবেচনা করে এখানে তা প্রকাশ করা —সম্পাদকমগুলী, কালান্তর

ত্থাকথিত অতিমারিকে হাতিয়ার করে সরকারি স্তরে পঠন–পাঠন শিকেয় তুলে দেওয়ার নিরলস চেষ্টার ফল মিলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, ৭৭,৬০৯ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৫৭,৬০৩ জন অকৃতকার্য হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামককে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, দু'বছর ধরে অনলাইন পরীক্ষার পরে অফলাইন মাধ্যমে ফিরে আসাই এই বিপত্তির কারণ। ৭৪ শতাংশ পড়য়ার ফেলের এই বেনজির ঘটনা কি এ রকম খুচরো স্বীকারোক্তি দিয়ে আড়াল করা যায়?

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়াদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও মাসের পর মাস অফলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা কেন বন্ধ রাখা হয়েছিল? এটা কি জাদুটিকার প্রতি সরকারি অনাস্থা না কি দায় ঝেড়ে ফেলার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া না–করার বিচক্ষণতা? অনলাইনের দাবিতে শাসক পোষিত ছাত্র সংগঠনের তাণ্ডব এবং তাতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের একাংশের সঙ্গতের স্মৃতি এখনও টাটকা। আইআইএম ইন্দোরের একটি সমীক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক জানিয়েছেন, ২০২০-২১-এ স্কুল-কলেজ স্তরে অনলাইন পরীক্ষার নামে ঢালাও টোকাটুকি হয়েছে। সন্তানের ভালো ফলের আশায় অভিভাবকেরা এতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছেন, উঠে এসেছে এই চমকপ্রদ তথ্যও। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পঠন–পাঠন ও মূল্যায়নের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অনলাইন করার সুপারিশ করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৌদ্ধিক পঙ্গুত্ব নিশ্চিত করার উদ্যোগ এ ভাবেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বাস্তবায়িত হওয়ার পথে।

মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ কমে যাওয়ার ঘটনা জানান দিচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষাও কলেজের থেকে পিছিয়ে নেই। অতিমারি, দাবদাহ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে স্কুল দেদার বন্ধ রাখার ফল মিলেছে হাতেনাতে। কর্মীদের ধর্মঘটে এক দিন লেখাপড়া বিঘ্লিত হওয়ায় যাঁরা কুমিরকারা জুড়েছেন তাঁরা অবশ্য তখন ঢেউ গোনা আর পারদের ওঠানামায় সতর্ক দৃষ্টি রাখার গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। সরকার কিন্তু কর্তব্যে অবিচল। ইতিমধ্যেই ৬০ জনের কম পড়ুয়া রয়েছে এ রকম ৮২০৭টি স্কুল চিহ্নিত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ন্যায়াধীশের মন্তব্যে বলীয়ান শাসককে বিরত করার দায় তাই সকলের।

এ আমার এ তোমার পাপ।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসা কি একই ছকে হচ্ছে?

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা জি টি বসেছিলেন মুহম্মদ সাউদ। তার পাশেই একটা হিন্দু মন্দির। বিহারের সমস্তিপুর থেকে প্রায় চার দশক আগে সাউদ চলে এসেছিলেন হুগলি জেলার চটকল এলাকা

এই রিষড়াতেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়ে গেছে কদিন আগে। ওই মিছিল রামনবমীর হলেও উৎসবে দুদিন পরে পুলিস সেখানকার হিন্দুদের মিছিল করার অনুমতি দিয়েছিল, কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, সব এলাকায় একদিনে রামনবমীর মিছিল করলে পর্যাপ্ত পুলিস সব জায়গায় পাঠানো যাবে না, তাই দিন ভাগ করে মিছিল হবে। রিষড়ায় মিছিল হয় দোসরা এপ্রিল, রবিবার।

মূলত একটা শিল্পাঞ্চল। একেবারে পাশেই চটকল রয়েছে। সাধারণত শ্রমিক মহল্লায় ধর্মীয় হানাহানি দেখা যেত না। আগেও কখনও রিষডায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি।

অভিষেক সিং নামে এক থেকে তো আমরা সবজি, ফল

যুবক বলছিলেন, গত ১২ বছর 🕡 ভারতের পূর্ব – পশ্চিমকে ধরে যেভাবে রামনবমীর মিছিল বেরোয়, এবারও একই রকম মিছিল বেরিয়েছিল, তবে অন্য সঙ্গে ফারাকটা ছিল, এসেছিলেন।

রিষড়ার ঘটনা ঘটার দুদিন

একইভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেঁধেছিল হাওড়ার শিবপুরে। হুগলীর রিষডায় আগে কখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি না হলে হাওড়ার যে জায়গায় রামনবমীর দিন, ৩০ মার্চ সংঘর্ষ বাঁখে, সেখানে ২০২২ সালের রামনবমীর সন্ধ্যাতেও একইরকম সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এলাকাটি ঘুরে দেখার সময়ে নজরে পড়ল একটি হিন্দু মন্দির, আর তার ঠিক সামনেই সার দিয়ে ফল বিক্রি করছেন মুসলমান দোকানীরা। সেখান থেকে রোজা রাখা মুসলমানরা যেমন আম, কলা, তরমুজ কিনছেন, তেমনই ফল কিনছেন

পাশের একটি আবাসিক ভবনের বাসিন্দা রাজেশ ঝাওয়ার বলছিলেন, ওদের সঙ্গে তো আমাদের কোনওদিন খারাপ সম্পর্ক ছিল না, ওদের দোকান

নিয়মিতই কিনি। সেদিন যে কেন পাথর মারতে শুরু করল, কেন জানে! স্থানীয় সামনে দিয়ে রামনবমীর মিছিল যাওয়ার সময়ে তার ওপরে ইট– ছোঁড়া হয়। ইফতারের আয়োজন চলছিল।

সরকার দাবি করছে ওই এলাকা দিয়ে মিছিলের অনুমতি না, কারণ সেখানে গতবছরও সহিংসতা হয়েছিল। তবুও মিছিলটি সেখানে যায় এবং মিছিলকারীদের অস্ত্র ও পিস্তলও ছিল বলে জানিয়েছে পুলিস। ইট-পাথর যে কে মারল প্রথমে, সেটা জানি না, কিন্তু দুই ধর্মের মানুষের মধ্যেই তারপরে ইট বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মেহতাব আজিজ।

মুসলমান মহল্লার যুবকরা বলছিলেন, কোনও ঘটনার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। পরের দিন শুক্রবারের নামাজের পরে দলে দলে এসে ওই অঞ্চলের বেশ কিছু আবাসিক ভবনে ইট পাথর মেরেছেন মুসলমানরা। এক মেঘনা বলছিলেন, মুসলমানরা নামাজ আদায় করার পরে একসঙ্গে এসে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। একটা আবাসিক ভবনে, মন্দিরে পাথর ছোঁড়া হয়েছে। একটা বড়

অমিতাভ ভট্টশালী বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা

বলছিলেন, একটি মসজিদের বিপণির পুরো কাঁচ ভেঙ্গে দিয়েছে। আগুনও লাগানো হয়েছিল। পুলিস ছিল, তবে তারা কিছ করেনি। গতবছরও একই ঘটনা হয়েছিল। এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। একদম নিশানা করেই করা হয়েছে, বলছিলেন মিজ ঝাওয়ার। এবছর রামনবমীর সন্ধ্যায় যতগুলি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে, সেগুলোর পুলিসি তদন্ত চলছে, কিন্তু ঘটনাক্রম দেখে মনে হচ্ছে একই কায়দায় সহিংসতা ছড়িয়েছে। মগরিবের চলাকালীন, অথবা ইফতারের সময়ে মসজিদ বা মুসলমান এলাকার সামনে দিয়ে রামনবমীর মিছিল গেছে আর ঠিক সেখানেই সংঘর্ষ বেঁধেছে। মেহতাব আজিজের কথায়, আগেও তো রামনবমীর মিছিল দেখেছি। তারা তাদের ভগবানের গান বাজিয়ে মিছিল নিয়ে চলে যেত। তবে এবার যেসব গান বাজানো হচ্ছিল, সেগুলি খুবই উস্কানিমূলক। যেমন একটা গান চলছিল হিন্দুস্তানে থাকতে গেলে কী কী করতে হবে—এইসব গান। রামনবমীর মিছিলে

উস্কানিমূলক গানের

আসতেই মনে পডল ২০১৮ সালের কথা। সেবার রামনবমীর মিছিল থেকে বড়সড় দাঙ্গা ছড়ায় শিল্পাঞ্চল আসানসোল–রাণীগঞ্জে। সেই সূত্ৰপাত কীভাবে হয়েছিল, তা খুঁজতে গিয়ে জেনেছিলাম রামনবমীর মিছিল থেকে যেসব গান বাজানো হয়েছিল সেখানে, তা মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট। রামনবমীর মিছিলের জন্যই ডি জে বা ডিস্ক জকিদের দিয়ে নানারকম সাউন্ড ট্র্যাক মিশিয়ে তৈরি হয়েছে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ওইসব গানগুলি। বেশিরভাগ গানই শুরু হয়েছে পাকিস্তানের প্রতি বিষোদগার দিয়ে। জয় শ্রীরাম ধ্বনি আর পাকিস্তান-বিরোধী স্লোগান বা ছোট্ট ভাষণ দিয়ে শুরু হলেও গানগুলির বাকি অংশে অবশ্য যেসব কথা রয়েছে, সেখানে আর পাকিস্তান নেই।

কোথাও বলা হয়েছে— 'যেদিন হিন্দুরা জেগে উঠবে, সেদিন টুপীওয়ালারাও মাথা নত করে বলবে জয় শ্রীরাম', কোনও গানে লেখা হয়েছে, 'যেদিন আমার রক্ত গরম হবে, সেদিন

আমি নয়, কথা বলবে আমার তলোয়ার'। সাউভট্ট্যাকের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ছোট ছোট ভাষণও—্যা পুরোটা ভাল করে শুনলে বোঝা যাবে যে সেগুলো পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলা, কিন্তু একটা অংশ বিচ্ছিন্নভাবে শুনলে মনে হতেই পারে যে কথাগুলো মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। গানগুলোতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, 'ভারতমাতা কি জয়', 'বন্দে মাতরম' সব কিছুই। রামনবমীর মিছিল থেকে যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রতিবছরই হচ্ছে, তার শুরুটা হয়েছিল সেই ২০১৮ সালে আসানসোল দিয়েই।

দাঙ্গা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন,

এটা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন।

২০১৮তে যখন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল, বা তার বছর ২০১৯ এ লোকসভার ভোট ছিল, তখনও এভাবেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে এরকম ঘটনা হয়েছে। আবার ২০২৩– এ এসেও আমরা দেখছি রামনবমীকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ। কয়েক মাস পরে আবারও পঞ্চায়েত নির্বাচন, আবার পরের বছর লোকসভা নির্বাচন। একই ৫০ হাজার ভোটে জিতেছিল,

তোমাকে দেখিয়ে দেব—সেদিন সংঘর্ষগুলো হচ্ছে। কাকতালীয় ব্যাপার মোটেই নয় এগুলো, বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়টৌধুরি।

তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধলে ধর্মীয় মেরুকরণ হয়, আর তার প্রভাব পডে কাছাকাছি সময়ে থাকা নির্বাচনের রামনবমীকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা আর তা থেকে মেরুকরণের ফল ২০১৮র পঞ্চায়েত ভোট আর ২০১৯– এর লোকসভা ভোটে পেয়েছিল বিজেপি। এই নতুন ধরনের মেরুকরণের প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন বিজেপির স্বার্থ আছে, তেমনই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসেরও স্বার্থ আছে, বলছিলেন বসুরায়চৌধুরি।

মুসলমানপ্রধান বিধানসভা কেন্দ্র সাগরদিঘীতে উপনিৰ্বাচন হয়েছিল। কেন্দ্রটি ছিল তৃণমূল সেই আসনে জিতেছে কংগ্ৰেস– বাম জোটের প্রার্থী। এর আগে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায়

কংগ্রেস প্রার্থী প্রায় ২৫ হাজার ভোটে জিতেছেন, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দিক থেকে প্রায় ৭৫ হাজার ভোট সুইং করে বা ঘুরে গিয়ে বিরোধীদের পক্ষে গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে পশ্চিমবঞ্চেব মসলমানদের বহত্তর অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেন। কিন্তু সাগরদিঘীর ফলাফলের পরে তৃণমূল কংগ্রেস চিন্তায় পড়েছে যে মুসলমান ভোট কি তাহলে তাদের থেকে দুরে সরে যাচ্ছে! সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা, যার মধ্যে সাগরদিঘীর ফলাফলও তৃণমূল কংগ্ৰেস সম্ভবত আশঙ্কা করছে যে সংখ্যালঘু ভোট, যার বেশিরভাগটাই তারাই পেত, সেই ভোট বিভাজন হয়ে যেতে পারে। তাই এধরনের পরিস্থিতি উভয় পক্ষের কাছেই অত্যন্ত জরুরি যে ধর্মের ভিত্তিতে একটা সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটানো, সব্যসাচী

কংগ্রেসের দখলে। তবে এবারে হাওড়ার শিবপুর, রিষড়া বা উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায়

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে নরে ফ্র মোদি সরকারের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিবাদের এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। দু-পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড়। বিচারপতি নিয়োগে সরকারের মতামত শীর্ষ আদালত। অন্যদিকে, সরকারের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের একক সিদ্ধান্তে বিচারপতি নিয়োগে সায় দিতে তারা বাধ্য নয়। এমন বিরোধের আবহে নয়া বিবাদের আদালতে সরকারের পেশ করা সিল খাম নিয়ে। একাধিক মামলায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বক্তব্য সিল করা খামে ভরে আদালতে জমা করেছে। আর সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই হালে একাধিক মামলায় প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সিল করা খাম ফিরিয়ে দিয়ে সরকার

আইনজীবীকে সাফ বলেছেন,

প্রধান করা খাম নিয়ে

সরকারের কি এমন গোপনীয়তা!

না। প্রশ্ন তুলেছেন,

প্রশ্ন হল, সরকারি দফতর, আইন–আদালতে এখনও ব্রিটিশ আমলের নিয়ম মেনে মুখবন্ধ হয়। এর অর্থ খামের প্রাপক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ সেটা গালা দিয়ে সিল করা খামে কোনও নথি পেশ করার অর্থ একমাত্র বিচারপতি সেটি খুলতে পারবেন। নথিতে চোখ বোলাতে রিপোর্টের বক্তব্য নিয়ে কোনও

বিচারপতিরও হাত-পা দেওয়া হল সিল করা খাম পেশ সরকারের বক্তব্য সিল করা খামে পেশ করা হয়েছিল। তৎকালীন বিচারপতিরা আপত্রি করেননি। এমনকী প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্তার মামলাতেও তদন্ত কমিটি সিল করা খামে রিপোর্ট পেশ করেছিল।

সুপ্রিম কোর্ট এতদিন এই নিয়ে আপত্তি না তুললেও সেটা যে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এই আলোচনা বিচার মহলে ছিল।

তবে হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষেত্রেই আগের সরকারগুলি সিল খাম পেশ করেছে। কিন্তু অবস্থা বদলে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সময়ে। বর্তমান সরকার জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন মামলায় সিল করা খামে সরকারের বক্তব্য আদালতে পেশ করেছে। ফলে সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণ সরকারিভাবে দেশবাসী জানতে পারছে না। এমনকী মামলাকারীও না।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এই ব্যাপারে একের পর এক মামলায় আদানি মামলায় তিনি সরকারের

সিল করা খাম খুলতে অস্বীকার করে তা সরকারি আইনজীবীর হাতে ফিরিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য. ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। আইনজীবী সরকার গোপনীয়তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছে। আদালত তাতে যুক্ত হতে পারে না। বিচারের অন্যতম শর্ত হল তা আলোচনা করা যাবে না। প্রধান বিচারপতির এমন প্রধান বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে পরও সরকার দমেনি। এ মাসের

পেস্টিসাইড উৎপাদনকারীদের লাইসেন্স প্রদান বজব প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কেন কিছু কোম্পানির উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে

আদালতকে জানাতে হবে। প্রধান বিচারপতির নির্দেশ শোনা মাত্র জানাবে। তবে সেই হলফনামায় চোখ বোলাতে পারবেন শুধ বিচারপতি। এজলাসে তা নিয়ে

জানিয়ে দেন, তিনি সিল করা খাম গ্রহণ করবেন না। সরকারের মামলার সব পক্ষের জানার অধিকার আছে। বিশেষ কোম্পানিগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি, তাদের তা জানার অধিকার অবশ্যই

বিচারপতির রোষের মুখে পড়েন সরকারি আইনজীবী। কেরালার মিডিয়া ওয়ান সংস্থার লাইসেন্স বাতিলের কারণ সিল করা খামে বিচারপতি তা ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, একটি সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স বাতিল

সরকারের মিডিয়া জানানো ওই কোম্পানির এক কর্তার সঙ্গে দেশ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত সংগঠনের যোগাযোগ আছে। প্রধান বিচারপতি সরকারের এই রিপোর্ট পেশ করেছিল।

বক্তব্য লাইসেন্স বাতিলের জন্য যথেষ্ট বলে মানতে চাননি। তিনি বলেন, লাইসেন্স বাতিলের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। সেই সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সরব হয়ে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন. বিরোধিতা, সমালোচনা মানে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা নয়। সংবাদ মাধ্যমের কাজ নয় সরকারের সব ভাল বলে গলা ফাটানো।

প্ৰসঙ্গত, কোম্পানির লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করেছিল অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই মন্ত্রকের পেশ করা গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে সম্প্রচার আদালতে লাইসেন্স বাতিলের কারণ ফাঁস করতে প্রথমে রাজি হয়নি। তারা সিল

জামাকাপড় পরলে নোংরা লাগে, শূর্পণখা

কৈলাশের মন্তব্যে জাতীয় মহিলা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ একুশের চলে দেখাও যায় না। মাঝেমাঝে ভেসে ওঠেন আলটপকা মন্তব্যের জন্য। অনুষ্ঠানে মহিলাদের সম্পর্কে আবার একটি কৈলাস।

এমনিতে বিজেপির নেতাদের পোশাক–আশাক নিয়ে নির্দিষ্ট বিধি বেঁধে দেওয়ার

উচিত সে ব্যাপারে প্রায়ই গেরুয়া টিকাটিপ্পনি নানান কাটেন। কিন্তু কৈলাস যেন মাত্রা ছড়িয়ে গেলেন। হনুমান জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় বিজেপির বলেন, মহিলাদের ছোট পোশাক নোংরা লাগে। অনেকটা শূর্পণখার মতো দেখায়। আমরা মহিলাদের দেবীর চোখে দেখি। পোশাকের ব্যাপারে শৈশব থেকেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। কৈলাসের এই মন্তব্যে বিতর্কের ঝড উঠেছে। তৃণমূলের

শিল্পমন্ত্রী শশী কৈলাস বিজয়বর্গীয়র এই মন্তব্য ফের একবার প্রমাণ করে দিল বিজেপি মহিলাদের কী চোখে এই দলটাই মহিলাদের শক্র! ইন্দোরের নেতা কৈলাস আমি বলেন, যখন রাত্রিবেলা বেরোই দেখি অল্পবয়সি ছেলেপুলেরা নেশাভাং করছে। তখন মনে হয় ধরে পাঁচ–সাতটা কষিয়ে দিই! কৈলাস এমনিতে খুব ধার্মিক মানুষ। রোজ সকালে মহাকালের ছবি টুইট

কিন্তু ইদানীং আলটপকা মহিলাদের কেমন পোশাক পরা মহিলা নেত্রী তথা রাজ্যের কথায় যেন সবাইকে ছাপিয়ে কৈলাসকে নোটিস পাঠাবে?

দই–টিডে জড়িয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে কিছু কাজ করছিলেন। তাঁরা টিফিনে দই–চিঁড়ে খাচ্ছিলেন। কৈলাস সেটা দেখতে পান। এবং নেন ওঁরা বাংলাদেশি ধরে অনুপ্রবেশকারী।

সেকথা নিজেই টুইট করে লিখেছিলেন। তারপর কম বিতর্ক হয়নি। এবার মহিলাদের পোশাক টেনে রাবণের বোন শূর্পণখার সঙ্গে তুলনা করায় বিতর্কের ঝড় উঠেছে। অনেকের প্রশ্ন, এবার কি

मधार्थाप्ता नक- जान शिक কুখ্যাত ডাকাতকে নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা

ভোপাল, ৮ এপ্রিল ঃ কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করে থানার লক–আপে রেখেছিল পলিস তাকে ছাড়ানোর জন্য থানায় হাজির হল অন্তত ৬০ জন দুস্কৃতী। পুলিসের গাড়ি, থানার জিনিসপত্র ভাঙচুর কর্তব্যরত পুলিস কর্মীদের লাঠি. রড দিয়ে বেধড়ক মেরে সেই



থানায় হামলার পর ঘটনাস্থলে বুরহানপুর জেলার পুলিস কর্তারা। ফটো ঃ সংগহীত

ডাকাত সহ আরও ২ জনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল তারা। হতবাক করা ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ৩টে নাগাদ মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলায়। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, হেমা মেঘওয়াল নামে একজন কুখ্যাত ডাকাতৰে ঘটনার দিনকয়েক আগে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। নেপানগর থানার লক–আপে রাখা হয়েছিল তাকে। তাকে ছাড়ানোর জন্যই গভীর রাতে থানায় হাজির হয় অন্তত ৬০ জন দুশ্কৃতীর একটি দল। সেই সময় থানায় কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন মাত্র চারজন পুলিসকর্মী। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে থানায় হামলা করে ভাঙচুর চালিয়ে পুলিস কর্মীদের মারধর করার সেই ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, দুষ্কৃতীরা লাঠি এবং রড দিয়ে কর্তব্যরত পুলিস কর্মীদের বেধড়ক মারধর করছে। পুলিসের বেশ কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করে তারা। এরপর মেঘওয়াল সহ আরও ২ জন আসামিকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালায়

হামলার ঘটনার খবর পেয়ে যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে হাজির পুলিসের সিনিযর আধিকারিকরা। কিন্তু ততক্ষণে ৩ জন আসামিকেই লক আপ থেকে বের করে নিয়ে পালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

থানায় হামলার ঘটনা পুলিসকর্মী চারজন আহত বর্তমানে বেসরকারি হযেছেন। চিকিৎসাধীন হাসপাতালে রয়েছেন তাঁরা।ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাল করে খতিয়ে দেখে অপরাধীদের চিহ্নিতকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মোদি সফরে পোষ্টার যুদ্ধ তেলেঙ্গানায়

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিলঃ শনিবার তেলেঙ্গানা সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একাধিক সরকারি প্রকল্পের সূচনা করবেন তিনি। তবে, এই সফরে মোদিকে স্বাগত জানাতে রাজনীতি'কে হাতিয়ার করেছে শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতি। হায়দ্রাবাদের শহর ছেয়ে গেছে বড় বড় হোর্ডিংয়ে। যেখানে পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতি নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। সঙ্গে, লেখা হয়েছে – পরিবার আপনাকে জানাচ্ছে মোদিজি। ে

হার্ডিংটিতে কয়েক ডজন বিজেপি নেতা মন্ত্রীর ছবি রয়েছে, যাদের বাবা–মা বা সন্তানেরা রাজনীতিতে ছিলেন বা এখনও আছেন। তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, পীযৃষ গয়াল, ধর্মেন্দ্র প্রধান, কিরেন রিজিজু এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নামও হয়েছে। এছাড়া, অন্য এক হোর্ডিং–এ, ভারতের মানচিত্ৰসহ বিভিন্ন রাজ্যের দুৰ্নীতি বিজেপি নেতাদের কেলেঙ্কারির কথা তুলে ধরা

এই হোর্ডিং-এর শিরোনামে লেখা হয়েছে – বিজেপির এই মোদিজিকে স্বাগত প্রায়শই, বিজেপি



হায়দ্রাবাদে হোর্ডিং। ফটো ঃ সৌজন্যে ন্যাশনাল হেরাল্ড

বিরোধী রাজ্যেগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী– সহ অন্যান্য নেতাদের আক্রমণ শানাতে পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতি'কে হাতিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি–সহ বিজেপি নেতানেত্রী। একইভাবে, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চ**ন্দ্রশে**খর পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতি নিয়ে টার্গেট করেছেন মোদি। তাই, এবার তাঁর সফরের আগে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে ভারত রাষ্ট্র

তেলেঙ্গানা পোস্টার যুদ্ধের সাক্ষী রাজধানী হায়দরাবাদ।

জ্বালানির নোটবাতিল, তেলেঙ্গানাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার

জন্য মোদিকে বিদ্রুপ করেছিল কেসিআর–এর দল বিআরএস। ইতিমধ্যেই, হায়দরাবাদে সবুজ পতাকা নেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ– তিরুপতি বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে, বনেদ ভারত ট্রেনের সূচনা অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর। জানা যাচ্ছে, শুধু বন্দে ভারত এইমস বিবিনগর এবং পাঁচটি জাতীয় সডক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মোদী। এছাড়াও সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনের উন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

দিল্লির মার্কেটে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই বহু দোকান, কালো খোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা এলাকা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল ঃ দিল্লির পিভিসি মার্কেটে শনিবার ভোরে ভয়াবহ আগুন। জ্ব্লছে গোটা মার্কেট। একাধিক দোকান ইতিমধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চারিদিক ঢেকে গেছে কালো ধোঁয়ায়। আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। জানা গেছে, দিল্লির টিকরি কলোনি এলাকায় রয়েছে পিসিভি মার্কেট। এদিন ভোরে আচমকাই এই মার্কেটের একাংশে আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে মার্কেটের অন্য অংশেও। আগুনের লেলিহান শিখা দূর দূর থেকে নজরে আসে মানুষের। আগুন দেখে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। প্রথমে তাঁরাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু দেওয়া হয়



আগুন ছড়িয়ে পড়ার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে।

দমকলকে। একে একে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন এসে জড়ো হয় বাজার চত্বরে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে যায় ২৫টি

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে একটি দোকানে আগুন ইঞ্জিন। কী কারণে আগুন লাগল,

সেখানে দাহ্য পদার্থ মজুত মেলেনি।

গোটা বাজারেই একই অবস্থা দেখা যায়। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর

ফটো ঃ টুইটার

১১ জন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ, বেকসুর খালাস ২১ পুলিস কর্মী

হায়দরাবাদ, ৮ এপ্রিলঃ ১১ জন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ২১ জন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। অন্ধ্রপ্রদেশের আল্পুরি সীতারামা রাজু জেলায়। ১৬ বছর আগের সেই ঘটনায় ২১ জন পুলিস কর্মীকে বেকসুর খালাস করল অন্ধ্রের বিশেষ আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ঘটনায় স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন দুই তদন্তকারী

২০০৭ সালের আগস্টে ভাকাপল্লি গ্রামে চিরুনিতল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেহাউন্ড। অভিযোগ, ওই বাহিনীর ২১ জন সদস্য ১১ জন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করেন। ২০১৮ সালে বিশাখাপত্তনমে বিচার শুরু হয়। বৃহম্পতিবার একাদশ অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা বিচারক ওই পুলিস কর্মীদের বেকসুর খালাস করেন।

যদিও নির্যাতিতাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটির মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মানবাধিকার সংগঠন ফোরাম (এইচআরেফ) জানিয়েছে, অভিযুক্ত এক জন পুলিসকর্মীও গ্রেফতার হননি। এত বছর ধরে বিচার চলেছে যে, অনেক অভিযুক্ত মারাও গিয়েছেন।

সংগঠনের সহ–সভাপতি এম শর অভিযোগ করে বলেন, ২০০৭ সালের আগস্টে গ্রেহাউন্ড বাহিনীর ২১ জন সদস্য ১১ জন আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করেন। তিনি জানিয়েছেন, নির্যাতিতাদের ক্ষতিপুরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যার অর্থ আদালত জবানবন্দির উপরেই আস্থা রেখেছে। এই সংগঠন আরও অভিযোগ করেছে, তদন্তের শুরু থেকেই অভিযুক্ত পুলিস কর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছিল।

বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা গাড়ির দুই শিশু–সহ মৃত্যু হল একই পরিবারের ৬ জনের

উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই শিশু–সহ একই পরিবারের ছ'জনের। শুক্রবার মধ্যরাতের মৃতেরা হলেন সোনু শাহ (২৮), তাঁর স্ত্রী সুজাবতী (২৫), ভাই রবি শাহ (১৮), বোন খুশি (১৩), সোনুর শিশুপুত্র দিব্যাংশু (৪) এবং কন্যা রুচিকা (৬)।পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাত ২টো থেকে ৩টের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের লাল কুঁয়া থেকে সপরিবার উত্তরপ্রদেশে দেওরিয়ায় গ্রামের বাড়িতে আসছিলেন

শ্রীদত্তগঞ্জ থানা এলাকায় বিশ্বস্তবরপুর গ্রামের কাছে তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পুলিস সুপার কেশব কুমার জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। ধাক্কা এতটাই জোরালো হয়েছিল যে, গাড়িটি



দুর্ঘটনাগ্রস্ত সেই গাড়ি

ফটো ঃ সংগৃহীত

পুরো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মাঝরাতে বিকট একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটি রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে রয়েছে। এলাকার আরও কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ির কাছে যেতেই চমকে উঠেছিলেন।

ভিতরে দলা পাকানো অবস্থায় পড়েছিল বেশ কয়েক জন। আরও জানান, গাড়িটির এমন অবস্থা

আরোহীদের উদ্ধার করা সম্ভব

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন তাঁরা। পুলিশ আসার পর গাড়ি কেটে সওয়ারিদের উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু তত ক্ষণে মৃত্যু সকলেরই। পুলিস জানিয়েছে, যে গাড়িটির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল গাড়িটির সেটির হদিস পাওয়া যায়নি। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা

(जलारा (जलारा

সাগরদিঘিতে পরাজয়ের পর লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা ঢুকছে না অভিযোগ

বেশ কয়েকজন মহিলার দাবি. সাগরদিঘিতে ভোট হওয়ার পর থেকেই তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাননি।

উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এখনও রাজনৈতিক চাপান–উতর চলছে। শাসকদলের হার এবং টানা তিনবারের বিধায়ক সুব্রত কংগ্রেসের একেবারে নতুন মুখ সাহার মৃত্যুতে সম্প্রতি সেখানে

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

ঃ তপতী দাশগুপ্ত

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ভ. দ. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

\$60.00

\$60.00

₹60.00

₹60.00

Rs. 100.00

নিজস্ব সংবাদদাতা : এলাকার বায়রন বিশ্বাসের জয়, অক্সিজেন জুগিয়েছে বিরোধীদের। এরইমধ্যে চাঞ্চলকের অভিযোগ সালে রাজে বদলের পর থেকেই সাগরদিঘির এই আসন তৃণমূলের দখলে।

তৃণমূলের কাছ থেকে একাধিক মহিলা। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সবক'টি সাগরদিঘি মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পড়েনি। এই ঘটনায় রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন বিরোধীরা।

মহিলার দাবি, ভোট হওয়ার পর থেকেই তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাননি। এদিকে এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের বক্তব্য, শুধু লক্ষ্মীর ভান্ডার নয়, অন্য প্রকল্পের সুবিধা থেকেও বঞ্চনা করা হচ্ছে সাগরদিঘির মানুষকে। বায়রনের কথায়, যেসব সেইসব জায়গায় প্রতিহিংসায় সরকারি সুবিধা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখছে। যদি আমরা নির্দিষ্ট অভিযোগ পাই, বিষয়টি খতিয়ে

উৎসাহের সঙ্গে নন্দীগ্রামে ভূপাল পান্ডা ভবনের উদ্বোধন



ভূপাল পাণ্ডা ভবনের উদ্বোধনের আগে এলাকায় সিপিআই-এর মিছিল।

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩ সংবাদদাতা : নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনীষা প্ৰকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই ভূপাল পান্ডা'র নামে ভবনের উদ্বোধন হল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শনিবার। সিপিআই নন্দীগ্রাম–১ নম্বর আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে। সকালে শুরুতে একটি সুসজ্জিত মিছিল টেঙ্গুয়া বাজার পরিক্রমা করে জীবনী অফিস প্রাঙ্গনে মিলিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ নেতা কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ নির্মল বেরা। উপস্থিত নেতৃত্ব শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 90.00 দর্শন

পরবর্তীতে সভা সংগঠীত হয়। সভায় প্রধান বক্তা জাতীয় পরিষদ সদস্য তপন গাঙ্গুলি দলের গণ আন্দোলনের ইতিহাস সহ বামফ্রন্টের ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯০.০০ কর্মকান্ডের উপর আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা ইতিহাস সম্পাদক গৌতম পন্ডা, নির্মল বেরা, বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অমৃত মাইতি। সভাপতিত্ব করেন অশোক জানা। উপস্থিত ছিলেন কানাই ঃ সুশোভন সরকার 96.00 সাহু, মনতোষ সামন্ত, শান্তি গিরি, গৌরাঙ্গ কুইলা, আব্দুল হাই, সাদ্দাম হোসেন, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখ। ঃ রামশরণ শর্মা 90.00

\$00.00 বর্ধমান–বাঁকুডায় গোষ্ঠীদ্বন্দে বে–আব্রু বিজেপি ঃ সুনীল মুন্সী 200,00

টিকিটের দাবিতে কার্যালয়ে তালা

সংবাদদাতা : শুক্রবার সকালে বাঁকুড়া–১ নম্বর ব্লকের মণ্ডল ৪ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পডলেন বিজেপি কর্মীরা। হাতে প্রার্থী তালিকা নিয়ে পুরনোদের প্রার্থী করতে হবে দাবি তুলে দলীয় মণ্ডল সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের দাবি, পুরনো কর্মীদের অন্ধকারে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে আসা লোকজনকে প্রার্থী করতে চাইছে নেতৃত্ব। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তাঁরা। এমনকী জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে পুরনো যোগ্য বিজেপি কর্মীদের ত্রিস্তর নির্বাচনে লড়াই করার সুযোগ দিতে হবে দাবি তোলেন বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারীরা যোগ্য প্রার্থীদের তালিকাও সভাপতির হাতে তুলে দেন। যদিও বিক্ষোভ বা ঘেরাও করার কথা অস্বীকার করেছেন বিজেপি ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি। তাঁর দাবি, ওঁরা যোগ্যদের প্রার্থী করার দাবি জানিয়েছেন। সেটা জেলা নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাকে টিকিট দেবেন সেটা জেলা নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবেন। বিজেপির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভের ঘটনাকে আদি–নব্য বিজেপির দ্বন্দ্ব বলেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ছবি আগামীদিনে আরও বড় আকার নেবে বলে মনে করছেন তৃণমূলের জেলার নেতারা। অন্যদিকে বর্ধমানে বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল। পার্টি অফিসের গেটে বিদ্রোহীরা তালা দিলে পাল্টা মারধর করে অফিসের দখল নেয় অফিসিয়াল গ্রুপ। বুধবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। এই ঘটনাতে প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজেপির অন্দরের বেআব্রু চেহারাটা আরও একবার দেখলেন মানুষজন। জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা এবং যুব সভাপতি পিন্টু সামের অপসারণের জোরালো দাবি ওঠে। এমনকি দলের সহ–সভাপতি শ্যামল রায়কে কেন বহিষ্কার করা হল? তার জবাব চাইতে থাকেন নেতারা। বিক্ষোভকারীরা পার্টি অফিসের সামনে দলের ঝাণ্ডা হাতে বসে যান। তখন অফিসিয়াল গোষ্ঠীর নেতারা সেখানে গিয়ে বিদ্রোহীদের মারধর করে হটিয়ে দিয়ে পার্টি অফিসের দখল নেন বলে অভিযোগ।

বিজেপির বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা রাজু পাত্র বলেন, অন্য দল থেকে আসা কয়েকজন নেতা সংগঠনের ক্ষতি করছেন। তাঁদের পদ থেকে। সরানোর দাবিতেই আমাদের আন্দোলন চলছে। দীর্ঘদিনের জেলার নেতা তথা সহ–সভাপতি শ্যামল রায়কে অন্যায়ভাবে দল থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তাঁকে ফেরাতে হবে। সংগঠনের ভালোর জন্যই আমরা আন্দোলন করছি। বিজেপির জেলা যুব সভাপতি পিন্টু সাম বলেন, ওরা তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতীকে এনে অফিসে তালা দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন ওরা গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছিল। আমরা ঘটনার সময় দলের অন্য একটা কর্মসূচিতে ছিলাম। খবর পাওয়ার পর পার্টি অফিসে আসি। আমাদের দেখেই ওরা পালিয়ে যায়।

জেলা চেয়ারম্যানের গড়ে তৃণমূল ছেড়ে দলে কংগ্ৰেসে ५(ल

সাগরদিঘিতে তৃণমূলের ভরাডুবির আবহে মালদায় ফের শাসকদলে ভাঙন। তৃণমূল যোগদান নেতা জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই অস্বস্তিতে তৃণমূল। তবে মুখ ফুটে কষ্টের কথা বলতে পারছে না তারা। এদিন মালদার রতুয়ায় তৃণমূল নেতা প্রদীপ সাহা, রতুয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য টিপু সুলতান, বাহারাল পঞ্চায়েতের ৪ জন সদস্য ও দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ জন সদস্য তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফেরেন। তাদের সঙ্গে কংগ্রেসে ফেরেন প্রায় ২৫০ রাজনৈতিক কর্মী।

দলবদলের পর প্রদীপবাবু এলাকার উন্নয়নের কথা ভেবে তৃণমূলে যোগদান কিন্ত করেছিলাম। এদের দুর্নীতির সঙ্গে কোনও দিন মানিয়ে নিতে পারিনি। আর এখন তো সব প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। তাই আর সময় নষ্ট না করে নিজের পুরনো দলে দলত্যাগী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য টিপু সুলতান বলেন, তৃণমূল মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করেছে। রাজ্যে কাজকর্ম নেই। যুবকদের বাড়ি–ঘর, মা–বাপ ছেড়ে ভিনরাজ্যে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হচ্ছে। কংগ্ৰেসই মুসলিমদের ভালো কিছু করতে।

দলত্যাগী এক পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, তৃণমূল আর বিজেপি একই মুদ্রার দুই পিঠ। জন্যই সাম্প্রদায়িক অশান্তি হচ্ছে। এসব আমাদের এখানে ছিল না। রাজনীতির প্রতিযোগিতায় দল মানুষকে লড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা এর থেকে দূরে চাই।রতুয়ার তৃণমূল মুখোপাধ্যায় সমর আবার জেল দলের দলবদল নিয়ে চেয়ারম্যান। সভাপতি জেলা তৃণমূলের আবদুল রহিম বক্সি বলেন, ওরা ২০২১ সালের ভোটের থেকেই দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত না। এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। কুড়মিদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

শনিবার ৭৫টি ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ–পূর্ব রেল



কুডমি সমাজের রেল অবরোধের এক মুহর্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : কুড়মিদের অবরোধে সাধারণত মানুষের পরিষেবা শিকেয় উঠেছে, ভোগান্তির শেষ নেই যাত্রীদের।

জনজাতি তালিকাভুক্তির দাবিতে গত বুধবার থেকে খড়গপুর গ্রামীণের খেমাশুলি এবং পুরুলিয়ার কুস্তউরে 'রেল টেকা, ডহর ছঁকো' কর্মসূচি শুরু করেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। কুড়মিদের অবরোধ চতুর্থ দিনে পড়ল শনিবার। কিন্তু এখনও কাটেনি জট। তার জেরে দক্ষিণ–পূর্ব রেলে বাতিল করতে হয়েছে বহু ট্রেন। ফলে তীব্র ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ দিনে মোট ৩০৮টি ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে আন্দোলনের জেরে। তার মধ্যে শনিবার বাতিল করতে হয়েছে ৭৫টি ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেনের গতিপথ বদল করা হয়েছে। যাত্রা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে অনেক ট্রেনের। তার ফলে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন যাত্রীরা। তেমনই আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাও করছে রেল। অবরোধকারীদের দাবি, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআরআই)–এর রিপোর্ট নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। দাবি আদায় না হলে অনির্দিষ্টকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কুড়মি সমাজ।

গত চার দিন ধরে কুস্তাউর এবং খেমাশুলিতে রেল অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। শনিবারও দেখা দিয়েছে সেই ছবি। রেললাইনের পতাকা নিয়ে আন্দোলনকারীরা। খেমাশুলিতে চলছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধও। গত ৫ দিন ধরে অবরুদ্ধ ওই জাতীয় সড়ক। তার ফলে আটকে বহু ট্রাক। অবরুদ্ধ টাটানগর, বিলাসপুর, মুম্বইয়ের মূল

বন্ধ প্রকল্পের কাজ জল সংকট মুরারইতে

সিরাজুল ইসলাম, বোলপুর, বীরভূম: সবে মাত্র গরম পড়তে মুরারই–১ পঞ্চায়েত সমিতির কনাকপুর ও জায়গায় আর জল পাওয়া যাচ্ছে সবদয়ারি গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এখানে পানীয় জল নিয়ে ভোটের রাজনীতি হচ্ছে। নবনির্মিত প্রকল্পও ধ্বংসের পথে। রাস্তার অধিকাংশ ট্যাপ কলে জল পড়ে না। ট্যাপ কল খুলে মাটির লেভেল বরাবর পাইপ থেকে জল করা হয়। ডাঙ্গাপাড়ার আইসিডিএস সেন্টারে বহুদিন ধরেই জল নেই। এই সেন্টারটি কানকপুর সেখানে আগে একটি রিজার্ভার ছিল। পরে সেটির লেয়ার নেমে যাওয়ায় অকেজো হয়ে পড়ে। এরপরে ওইখানে একটি ডিগ ওয়েল তৈরি করা হয়। এর উপরে টিউবওয়েল বসানো হয়। কিছদিন চলার পর সেটিও আকেজো হয়। বর্তমানে পিএইচই থেকে পানীয় জল প্রকল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে

হচ্ছিল। কিন্তু দিন কয়েক আগে যেখানে ট্যাপ কালের দরকার নেই সেখানে লাইন করায় প্রয়োজনের

গ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর ও সুবদুয়ারী গ্রাম দুটি ঝাড়খণ্ডের বর্ডার লাগোয়া। মাটির নিচে পাথর থাকায় এই এলাকাতে টিউবওয়েল বসে না। এজন্যে এলাকাটিকে এমার্জেন্সি এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সবই অচল। তারপরে হয়েছিলো সজল ধারা প্রকল্প। পরে এটিরও বন্ধ হয়ে যায়। ভোটের আগে আবার গ্রামের বাইরে পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করে দেওয়া থেকে জল ঠিক মত পড়ে না। ফলে এত কাণ্ডের পরেও অবস্থা যা ছিল তাই আছে। গ্রামের বাসিন্দারা পানীয় জল থেকেও

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার অভিযক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩–এ সল্টলেকের শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা দাস বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন যে, তিনি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তার সিভি আপলোড করেছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ সালে তার কাছে একটি ফোন আসে সেখানে এক ব্যক্তি নিজের নাম বলেন অভিজিৎ সাহা। তিনি নিজেকে একটি বেসরকারি ব্যাংকের এইচআর ওই মহিলার সিভির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ওই ব্যাংকের ব্যাক অফিস কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ইন্টারভিউর জন্য তাকে একটি ফর্ম পুরণ করতে হবে এবং এর জন্য তাকে ২২০ টাকা জমা করতে হবে।

ভগবানগোলা হনুমন্তনগরে মানুষের ক্ষোভ আবাস যোজনা থেকে রাস্তা, নিকাশী ও পানীয় জল নিয়ে

আনসার মোল্লা, ভগবানগোলা : আবাস যোজনা থেকে শুরু করে রাস্তা, নিকাশী ও পানীয় জলের মতো সমস্যা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ক্ষোভ। এই চিত্র ভগবানগোলার হনুমন্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। সৌরবিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে এলাকায় সৌরবাতি বসেছিল তবে বছর ঘুরতে না ঘুরতে তা আর জুলে না বলেই গ্রামাবাসীদের অভিযোগ

সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সাবির শেখ, হাবিব হোসেনরা জানান, পদ্মার ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে রাস্তার ধারে বসবাস করছি দশ বছর ধরে, কিন্তু সরকারের কোনও সাহায্য পাইনি। আবাস যোজনায় আবেদন করেও নাম তালিকায় ওঠেনি বলে আক্ষেপ অনেকের। এছাড়াও একরাম শেখ, তালাস মণ্ডলরা বলেন, গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা কংক্রিটের তৈরি হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই তা নম্ভ হয়ে গিয়েছে। নিম্ন মানের মাল এর জন্য দায়ী।

এখানকার বাসিন্দা সাবিনা বিবি, সাইরা বিবিরা জানান, রাস্তার একটা পথবাতিও জুলে না। রাতে পথ চলা দায়। পঞ্চায়েত প্রধান তুজাম্মেল হক বলেন, পথবাতিগুলি খারাপ, ওগুলি পঞ্চায়েত সমিতি বসিয়েছিল তাই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই বলে এড়িয়ে যান। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন খাতে টাকার বরাদ্দ কম তাই কার্যত উন্নয়ন থমকে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হনুমন্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল শাসিত। এখানকার উন্নয়নের কাজের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ঠিকাদার দিয়ে কাজ করে নিম্নমানের কাঁচা মাল দিয়ে দায়সারাভাবে। উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করে নেওয়াই হচ্ছে তাদের কাজ। তাদের কেউ কিছু বলতে পারবে না। বললেই মার নচেৎ জামিন অযোগ্য ধারায় কেস। অভিযোগ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেই এর প্রতিফল পাবে শাসকদল।



দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

রবীন্দ্র ভাবনা

নিৰ্বাচিত প্ৰবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

রাসয়নিক মৌল কেমন করে

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ইতিহাস অনুসনন্ধান

ঠিকানা : কলকাতা

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

ঃ এ. বি. বর্ধন

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner Rs. 55.00 Rs.15.00 Somenath Lahiri Collected Writings: Rise of Radicalsm in Bengal in the 19th Century: Satyendranath Pal Rs. 190.00 Peasant Movement in India 19th-20th Centuries: Sunil Sen Rs. 90.00 Political Movement in Murshidabad Rs. 85.00 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta Rs. 70.00 Forests and Tribals: N. G. Basu

Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana: Editor. Alaka Chattopadhyaya

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন উত্তেজনা

বেইরুট, ৮ এপ্রিল ঃ আল-মসজিদে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ঢুকে মুসল্লিদের নির্যাতনের প্রতিবাদে রকেট ইসরায়েলে প্যালেস্টিনীয় যোদ্ধারা। এ ছাড়াও পশ্চিম তীরে গুলিতে নিহত रसिष्ट्रन पूरे रेमनासिन नाती জবাবে লেবানন ও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

শুক্রবার ভোরের আগে লেবানন ও গাজায় করে ইসরায়েলি বাহিনী। বলছে, এ দুটি ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলে কয়েক ডজন রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। জবাবে গোষ্ঠী চালানো হয়েছে।

২০০৬ সালে হিজবুল্লাহর দিনের ধ্বংসাত্মক ল।াইয়ের পর এই প্রথম লেবানন থেকে ইসরায়েলে এত বেশি রকেট নিক্ষেপ করা হয়। একই সঙ্গে ২০২২ সালের এপ্রিলের পর এই প্রথম লেবাননে কোনো ধরনের হামলা চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তেলআবিব।

মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাস ও ইহুদিদের পাসওভার উদ্যাপন ঘিরে প্যালেস্টিনীয় ও চরমে পৌঁছেছে। দুই পক্ষকেই আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

মঙ্গলবার রাতে পবিত্র আল–



ণবিত্র আল–আকসা মসজিদে মসল্লিদের ওপর ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। ফটো ঃ এএফপি

ক্রিসেন্ট। বৃহস্পতিবার ভোরে

জন মুসল্লি আহত হন। মুসজিদ পরদিনও মসজিদ ইসরায়েলি পুলিস। অভিযানের সময় তারা মুসল্লিদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ছোডে। অভিযানকে কেন্দ্র করে মুসল্লিদের সংঘর্ষ হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, নামাজ প্যালেস্তিনীয়দের জোর চেষ্টা করছে ইসরায়েলের সশস্ত্র পুলিস। সবশেষ দফার ঘটনায় প্যালেস্তিনীয় আহত হয়েছেন বলে

মসজিদে প্রবেশ করতে চাইলে ইসরায়েলি পুলিস বাধার মুখে মসজিদের পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় বেশ কিছু ইসরায়েলি মসজিদ ধারাবাহিকতায় প্যালেস্তাইনের উপত্যকা বৃহস্পতিবার ভোরে বেশ কয়েকটি

রকেট ছোড়া হয়। একই দিন লেবাননের ভূখগু থেকে ৩০টির বেশি রকেট ছোড়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। লেবাননের সেনাবাহিনী বলেছে, সীমান্তবর্তী একাধিক রকেট নিষ্ক্রিয় করেছে আল–আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করেন মুসল্লিরা। এদিকে শুক্রবার দখলকৃত

পশ্চিম তীরে একটি গাড়িতে গুলির ঘটনায় দুই ইসরায়েলি নারী নিহত হয়েছেন। আরও এক নারী আহত হয়েছেন। সেনাবাহিনী চিকিৎসকেরা এসব কথা জানান। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে. জর্ডান ভ্যালির উত্তরাংশে হামরা জংশনে এক হামলাকারী এ গুলি চালান। নিহত নারীদের পরিচয় তাক্ষণিক প্রকাশ করা হয়নি।

ডেভিড অ্যাডম ২০ বছর বয়সী দুই নারী নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ ছাডা ৪০ বছর বয়সী এক নারীকে চিকিৎসা দেওয়া জলপাই বাগান থেকে ছোড়া হচ্ছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক

বলে জানানো হয়েছে। গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণের কয়েক ঘণ্টা পর এই গুলির ঘটনা ঘটে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, এ ঘটনায় হামলাকারীকে ধরতে ওই এলাকার স।কগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রকেট হামলার ঘটনায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, আমরা আমাদের শত্রুদের ওপর হামলা চালিয়ে যাব। যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের জন্য তাঁদের মূল্য চোকাতে হবে। পাল্টা হুমকি দিয়েছেন হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়াও। তিনি বলেন, পবিত্র মসজিদে আল–আকসা ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী

হানিয়া। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে হয়েছে, মসজিদে পুলিসি অভিযানকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের মধ্যে শুক্রবার লেবানন গাজা উপত্যকার সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে ইসরায়েল। তবে এ মুহহুর্তে কোনো পক্ষই চাইছে না এ সংঘাত আরও বিস্তৃত হোক। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, এই মুহুর্তে কোনো পক্ষই চাইছে উত্তেজনা বাড়ুক। শান্ত থাকার জবাব শান্ত থেকেই দেওয়া হবে এই পর্যায়ে আমি এটাই মনে করছি, অন্তত

একটি

বেইরুটে বসে এসব কথা বলেন

সঙ্গে এক নারীও ছিলেন। তাঁরা প্লাটিপাস নিয়ে ট্ৰেনে উঠে পড়েন। কেউ যাতে প্লাটিপাসটি দেখতে না পারে, সেই জন্য দিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ট্রেনের অন্য যাত্রীরা প্লাটিপাসটি দেখে ফেলেন। ওই যাত্রীরাই পুলিসে খবর দেন। পরে ওই যুবককে পাকড়াও করে পুলিস। তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেনি তারা। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ওঠা যায় না, বরং তা আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ মনের মধ্যে থেকে যায়। তবে শনিবার তাঁকে আদালতে নেওয়া আমাদের জীবনে এসব মুহুর্ত হবে। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ কীভাবে গেঁথে থাকছে, তা নির্ভর আনা হয়েছে, সেই অভিযোগ করে আমরা কীভাবে সেগুলোকে প্রমাণিত হলে তাঁর জরিমানা মোকাবিলা করেছি, তার ওপর। গুনতে হতে পারে সর্বোচ্চ ২ জানুয়ারিতে জেসিন্ডা প্রধানমন্ত্রী লাখ ৮৯ হাজার মার্কিন ডলার। হিসেবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্লাটিপাসের কাছ থেকে মানুষকে ঘোষণার পর বিশ্বজুড়ে আলোচনা দূরে থাকতে বলার অন্যতম কারণ তৈরি হয়েছিল। অনেকে তখন বিষ। এর বিষে মানুষ যেমন নারীনেত্রীদের বিভিন্ন হয়রানি ও ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, তেমনি অন্য হুমকির মুখোমুখি হওয়ার প্রসঙ্গ প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি টেনে এনেছিলেন। জেসিন্ডা প্লাটিপাস যে পরিমাণ বিষ আরডার্ন এখন ক্রাইস্টচার্চ কল একবারে ছ।ায়, তা একজনের আন্তর্জাতিক মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।ওই যুবকের উদ্যোগের বিশেষ দৃত হিসেবে কাছে থাকা প্লাটিপাসটির ভাগ্যে কাজ করবেন। অনলাইনে সন্ত্রাসী কী ঘটেছে, তা জানা যায়নি। ও হিংসাত্মক কনটেন্টগুলো কারণ পুলিস বলছে, প্রতিরোধে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। ব্যক্তিকে আটকের ক্রাইস্টচার্চে সন্ত্রাসী হামলার পর প্লাটিপাসটি কাছাকাছি নদীতে জেসিন্ডা আরডার্নই ক্রাইস্টচার্চ ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গডে তোলেন। প্রিন্স স্থানীয় প্রশাসন বলছে, তারা উইলিয়ামের আর্থশট প্রাইজ প্লাটিপাসটি খুঁজে পায়নি। এদিকে নামের পুরস্কার প্রদান বোর্ডেও ওই ব্যক্তিকে আটক করা হলেও তিনি যোগ দিয়েছেন। জলবায়ু সঙ্গে থাকা নারীকে আটক করা হয়নি। তিনি এখন পুলিসকে সাহায্য করছেন। পুলিস অবশ্য হিসেবে এ বোর্ড থেকে পুরস্কার ওই নারীর পরিচয়ও প্রকাশ করেনি।

প্লাটিপাস অপহরণ, যুবক গ্রেপ্তার



আটক ব্যক্তির হাতে তোয়ালে

দিয়েছে। নেতৃত্বাধীন দল পিপিপি চাইছে, মেলবোর্ন, ৮ এপ্রিল ঃ মানুষ অপহরণের কথা নিত্যদিন শোনা অর্থনৈতিক সংকটের অবসানে পিটিআইসহ যায়। কিন্তু প্রাণী অপহরণ? ঠিক এমন ঘটনাই ঘটল অস্ট্রেলিয়ায়। দেশটির কুইন্সল্যান্ডের ব্রিসবেনের আলোচনা হোক। তবে জোটের উত্তরের মোরেফিল্ড শহরের বড় দুই রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগ নওয়াজ (পিএমএল-এন) একটি জলাশয় থেকে একটি প্লাটিপাস অপহরণ করেছিলেন এবং জমিয়ত উলেমা–ই–ইসলাম ২৬ বছর বয়সী এক যুবক। এ (জেইউআই–এফ) জন্য পুলিস তাঁকে পাকড়াও উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে।অস্ট্রেলিয়া প্লাটিপাসের করেছে। শুক্রবার পিপিপির মূল আদি নিবাস। বলা হচ্ছে, জলবায়ু কমিটির একটি বৈঠক হয়। সে পরিবেশগত পরিবর্তন, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পিটিআইসহ পরিবর্তনের কারণে প্লাটিপাসের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বৰ্তমানে তিন লাখের মতো প্লাটিপাস রয়েছে। দলগুলোকে সংখ্যা কমতে থাকায় উদ্বিগ্ন দেওয়া হবে বিজ্ঞানীরা। ফলে সংর**ক্ষণে**র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রয়েছে আলী জারদারি এবং পিপিপি কর্তৃপক্ষের।গত মঙ্গলবার জলাশয় চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুটো থেকে প্লাটিপাসটি ধরে সটকে প।নে ওই যুবক। ওই যুবকের

এবং

ইমরানের দলের সঙ্গে

আলোচনা চায় বিলাওয়ালের

দল, অন্যদের প্রত্যাখ্যান

ইসলামাবাদ, ৮ এপ্রিলঃ বিরোধী

পাকিস্তানের

জারদারি যৌথভাবে এ কমিটিকে দিচ্ছেন। ক্ষমতাসীন জোটের বড় দুই রাজনৈতিক দল পিএমএল–এন জেইউআই–এফ পিটিআইয়ের প্রত্যাখ্যান করেছে। জেইউআই-শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন. ইমরান ৬–এর তিনি। স্থরাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহও রানা বিভিন্ন সময়ে পিটিআইয়ের সঙ্গে সিনেটর মুশাহিদ হুসেন সাইদ আলোচনার প্রস্তাবকে সরকার এবং পিটিআইয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন আইনি লড়াই থামায় সময়মতো বিধিগুলো আয়োজনের জন্য

শিশু ঘুমাতে চায়নি মার দেওয়ায় পরিচারিকার কারাদগু

সিঙ্গাপুর, ৮ এপ্রিলঃ যমজ শিশুর দেখভালের জন্য একজন পরিচারিকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু হঠা একদিন একটি শিশুকে মারধর করে ৩৩ বছর বয়সী ওই পরিচারিকা। শিশুটি ঘুমাতে চায়নি, কান্নাকাটি করছিল, তাই এমন কাণ্ড ঘটান তিনি। এজন্য কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁকে।

ওই নারীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গাপুরে। সাজা পাওয়া ওই পরিচারিকার নাম মাসিতা খোরিদাতুরচমাহ। ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক তিনি। তবে সিঙ্গাপুরে

মাসিতার বিরুদ্ধে এক বছরের এক মেয়ে শিশুর সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ আচরণ করা ও শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় গত মঙ্গলবার দেশটির একটি আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে যমজ শিশুর দেখভালের কাজটি পেয়েছিলেন মাসিতা। সারাদিন শিশু দুটির সঙ্গে থাকতেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি নিয়োগদাতার বাসায় পরিচারিকার কাজও করতেন।

২০২২ সালের ২৬ মে মাসিতা তাঁর নিয়োগদাতার মেয়ে শিশুকে মার্ধর করেন। ওই সময় মাসিতার নিয়োগদাতা নিজের আরেক সন্তানকে স্কুল থেকে আনার জন্য বেরিয়েছিলেন। বাসায় মাসিতা আর তাঁর নিয়োগদাতার যমজ দুই সন্তান ছিল। শিশু দটিকে ঘুম পাডানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু একটি শিশু কিছুতেই ঘুমাতে চায়নি। এক পর্যায়ে মেজাজ হারিয়ে ওই শিশুটিকে মারধর করেন মাসিতা। এতে শিশুটির কপালে ক্ষত

আধা ঘণ্টা পর শিশুটির মা বাসার ফিরে আসেন। মেয়ে শিশুটির কপাল ও বাহুতে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান তিনি। পরে মাসিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি শিশুটিকে মার্ধর করার কথা স্বীকার করেন। ক্ষমাও চান।

তবে শিশুটির মা পুলিস ডাকেন। বিষয়টি আদালত অবধি গড়ায়। অবশেষে রায়ে মাসিতার ছয় মাসের কারাদণ্ডের ঘোষণা দিয়েছেন আদালত।

রাজনীতি থেকেও সরে দাঁড়ালেন জেসিভা

ওয়েলিংটন, ৮ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যেন নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকে বাধা হিসেবে না দেখেন। গত বুধবার ওয়েলিংটনের পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তবো এ কথা বলেন তিনি। এদিন রাজনীতি থেকে দাঁড়ানোরও দিয়েছেন এ নেত্রী। ৪২ বছর বয়সী আরডার্ন বলেন, আমি ভালো মা হতে পারতাম, সেটা জেনেই আমি দায়িত্ব ছেড়েছি। আপনারা সে মানুষটি হতে পারেন। এখানে (পার্লামেন্টে) আসতে পারেন। ২০১৭ সালে নির্বাচিত হন জেসিন্ডা। ২০১৮ সালে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায় সন্তান জন্ম দেন তিনি। জেসিন্ডা দ্বিতীয় কোনো বিশ্বনেতা, যিনি দায়িত্বরত



ওয়েলিংটনের পার্লামেন্টে বিদায়ী বক্তব্য রাখছেন জেসিন্ডা আরডার্ন।

ফটো ঃ এএফপি

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগের নিউজিল্যান্ডে নির্বাচন হওয়ার সে নির্বাচনকে সামনে রেখে চালানো বিভিন্ন জনমত জরিপে জেসিন্ডার জনপ্রিয়তা কমতে দেখা গিয়েছিল। বুধবার বিদায়ী বক্তব্যে নিজের মাতৃত্বের বেনজির ভুটো দায়িত্বরত অবস্থায় অভিজ্ঞতা নিয়ে খোলাখুলি কথা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। চলতি বলেছেন প্রাক্তন এ প্রধানমন্ত্রী। জানুয়ারিতে হঠাৎ তিনি বলেন, ৩৭ বছর বয়সে

তাঁর গর্ভধারণে জটিলতা হচ্ছিল। আমি লেবার পার্টির নির্বাচিত হওয়ার পর আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানের চেষ্টা ব্যর্থ ভেবেছিলাম, আমি কখনো মা হতে পারব না। ভেবে দেখন তো. কয়েক মাস পর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরটি পেয়ে আমি কতটা অবাক ২০১৯ সালে ক্রাইস্টচার্চের দুটি উপলব্ধি করেছি যে শোক কাটিয়ে

মানসিক চাপসহ বিভিন্ন কারণে মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় ২২ জনের মৃত্যু এবং মহামারিসহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকা প্রশংসা অর্জন করেছিল। আরও দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশকে হয়েছিলাম, বলেন জেসিন্ডা। শোকের মুহূর্তে দেখে আমি

ক্রেমলিনের এই অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের বলা হয়েছে, গার্শকোভিচ হলে গার্শকোভিচের সর্বোচ্চ (যুক্তরাষ্ট্র) দেশের স্থার্থে ২০ বছরের কারাদণ্ড হতে রাশিয়ার গোপন তথ্য হাতিয়ে

গার্শকোভিচকে মস্কো আনা হয়েছে। ২৯ মে শুনানির আগপর্যন্ত সেখানেই তিনি অভিযোগ এনেছেন। তাতে বন্দী থাকবেন। দোষী সাব্যস্ত

সোভিয়েত–পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রথম কোনো বিদেশি সাংবাদিক

স্ট্রিট ওয়াল গার্শকোভিচের বিরুদ্ধে আনা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার এবং তাদের বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রতিবেদকের গার্শকোভিচের যুক্তরাষ্ট্র

বিরুদ্ধে আনীত গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগকে আখ্যায়িত করে তাঁকে মুক্তি জার্নাল দিতে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিক্ষেন সম্প্রতি রুশ দেওয়ার সুযোগ নেই।

অবিলম্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের ফোনালাপে গার্শকোভিচকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান। হোয়াইট হাউস গার্শকোভিচের যে কনস্যুলার– সুবিধা পাওয়ার কথা, সেটা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে রাশিয়া। কনস্যুলার–সুবিধা না পাওয়ার

রাশিয়ায় আটক মার্কিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির আনুষ্ঠানিক অভিযোগ

মস্কো, ৮ এপ্রিল ঃ রাশিয়ায় অভিযোগ অস্থীকার করেছেন। আটক যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ইভান বিৰুদ্ধে গার্শকোভিচের আনুষ্ঠানিকভাবে গুপ্তচরবৃত্তির কর্তৃপক্ষের। দেশটির বার্তা সংস্থা তাস শুক্রবার এ খবর জানায়। একই সঙ্গে তাসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গার্শকোভিচ তাঁর বিরুদ্ধে আনা গুপ্তচরবৃত্তির হোয়াইট

মার্চ গার্শকোভিচকে ইয়েকাতেরিনবার্গ শহর থেকে দেশটির করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আটকের পরে ক্রেমলিন দাবি করেছিল, গুপ্তচরবৃত্তির গার্শকোভিচকে চেষ্টাকালে আটক করেছে তারা। তবে

তখন

হাস্যকর আখ্যায়িত করে নিন্দা জানিয়েছিল।

মস্কোর ইযেকাতেরিনবার্গ শহর থেকে বয়সী গার্শকোভিচকে আটকের পর রাশিয়ার গোয়েন্দা এফএসবি দাবি করে, গার্শকোভিচ গোপনে রাশিয়ার সামরিক

চেষ্টার সময় তাঁকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তাই তাঁর

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রের বরাতে তাস শুক্রবার জানায়, এফএসবির তদন্তকারীরা গার্শকোভিচের বিরুদ্ধে গু**প্ত**চরবৃত্তির

অদূরে বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির মামলা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে। গ্রেপ্তারের

মোকাবিলা

গার্শকোভিচ।

ম্পিনারদের করাটা কোনও চমক নয় স্পষ্ট দাবি রাহুলের

মুম্বাই, ৮ এপ্রিলঃ ১৬তম আইপিএলের দশম ম্যাচে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস। একটি বেশ কম রানের ম্যাচের এ দিন সাক্ষী থাকল দর্শকেরা। উইকেটে বল ঘুরল। থমকে থমকে এল। ফলে এই উইকেটে টি–২০ স্টাইলে কোন সময়েই চালিয়ে খেলতে পারেনি কোনও দলের কোনও ব্যাটার। লো স্কোরিং ম্যাচে এ দিন কেএল রাহুলের নেতৃত্বাধীন এলএসজি পাঁচ উইকেটে জয় নিশ্চিত করল। ম্যাচ শেষে এলএসজি অধিনায়ক রাহুল স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, উইকেটে বল থমকে থমকে আসছিল। ফলে স্পিনারদের দিয়ে বোলিং শুরুটা একেবারেই চমক ছিল না।

ম্যাচ শেষে কেএল রাহুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পিচ কেমন, তা কখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? উত্তরে রাহুল জানান বৃহস্পতিবারই। তিনি আরও যোগ করেন, আমরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এখানে রয়েছি। আমরা জানতাম, আমরা কি পেতে চলেছি (পিচের চরিত্র কেমন হতে চলেছে)। জয়দেব (উনাদকাট) যখন বেশ কিছু কাটার বল করছিল, তখন বলগুলো উইকেটে থমকে থমকে আসছিল। ফলে এই উইকেটে স্পিনারকে দিয়ে শুরু করাটা একেবারেই চমক ছিল না। প্রথম বার যখন আমি দু'টো পিচ দেখি, তখন আমার মনে এই চিন্তাটাই এসেছিল যে, এই উইকেটে আমাদেরকে স্মার্টিলি ব্যাট করতে হবে। রাহুল জানিয়েছেন, প্রত্যেকটা ক্রিকেটারের খেলার ধরন আলাদা। ফলে তাদের ভাবনা চিন্তাও আলাদা। আমাদের ব্যাটিং গ্রুপটা একে অপরের সঙ্গে বেশ কিছু আলোচনা করেছিলাম উইকেট নিয়ে। একে অপরকে আমরা এই উইকেটটা বুঝতে সাহায্য করি। আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগছে, ক্রিকেটাররা অনুশীলনে সমস্ত বিষয়ের উপর নজর দিয়ে কঠোর অনুশীলন করছে। এ দিন ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দল ৮ উইকেটে ১২১ রান করে। রাহুল ত্রিপাঠি ৩৪ এবং আনমোলপ্রীত সিং ৩১ ছাড়া হায়দরাবাদের হয়ে বলার মতন রান পাননি আর কোনও ব্যাটার। ক্রুনাল পাণ্ডিয়া ১৮ রান দিয়ে নেন তিনটি উইকেট। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে হাতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে চার ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচে জয় নিশ্চিত করে এলএসজি। অধিনায়ক রাহুল ৩৫ এবং ক্রুনাল ২৩ বলে ৩৪ রান করেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে ম্যাচের সেরা হন ক্রুনাল পাণ্ডিয়া।

চোট নিয়ে রোহিতদের সাবধান করলেন আজহার

মুম্বাই, ৮ এপ্রিলঃ আইপিএল ২০২৩ চলাকালীন চোটের কবলে পড়েছেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার কেন উইলিয়ামসন। গুজরাট টাইটানসের হয়ে ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও রিস টপলিও ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন এবং দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। এর ফলে ইংল্যান্ড দল সহ তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরও বেশ সমস্যায় পড়েছে। এবার চোট আঘাত দেখে সকলেই একটু ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন

আইপিএল ২০২৩–এ আহত খেলোয়াড়দের তালিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অনেক খেলোয়াড় ইনজুরির কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এবার টুর্নামেন্ট চলাকালীনও অনেক খেলোয়াড় ইনজুরির কারণে ছিটকে যেতে বসেছেন। এই ঘটনা নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। এর পাশাপাশি তিনি ভারতীয় খেলোয়াডদের কাজের চাপ সামলানোর পরামর্শও দিয়েছেন। আসলে, এই বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার কথা এছাড়াও জুন মাসে রয়েছে WTC ফাইনালের আসর। এবার এই বড় ম্যাচ ও টুর্নামেন্টের আগে দলকে সুস্থ থাকার পরামর্শ দিলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। যে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়ের চোট দলকে সমস্যায় ফেলতে পারে বলে তাঁর মত।

অনুশীলনের উপযুক্ত মাঠ পাচ্ছিলেন না রিচা

প্রতিনিধিঃ খেলার মাঠে কখনও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, কখনও

জলসা, কখনও মেলার আয়োজন।

অভিযোগ, তাতে খেলার মাঠ আর খেলার উপযুক্ত থাকছে না। তাতে সমস্যায় পড়ছেন খেলোয়াড়েরা। যেমন, অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত মাঠের অভাব বোধ করছেন ভারতের মহিলা দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। শিলিগুড়ির মাঠগুলিকে যে ভাবে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে দুঃখ প্রকাশ করছেন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। শহরের খেলার মাঠগুলি কেন খেলার গুরুত্ব হারাচেছ, সে প্রশ্ন উঠছে। মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, শিলিগুড়িতে খেলার মাঠের সমস্যা নতুন নয়। মেয়ে প্রায় সাত মাস পরে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু এখানে অনুশীলনের জন্য মাঠ পাচ্ছে না। হয়তো অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাবে। অনূর্ধ্ব ১৯ টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার পরে, গত ২২ মার্চ ঘরে ফিরেছিলেন রিচা। মাঝে বড়দের টি২০ বিশ্বকাপ, মহিলাদের আইপিএল-এ বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছেন তিনি। ঘরে ফেরার দিনই শিলিগুড়ির ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রিচা। সঙ্গে মেয়েদের ক্রিকেটে আগ্রহ যে এই শহরের বেড়েছে, তার প্রশংসাও করেন তিনি। তবে বিষয় হল, বাড়িতে যত দিন থাকবেন, অনুশীলন জরুরি। তার জন্য শহরে কোথাও তেমন কোনও ভাল মাঠ পাচ্ছিলেন না বলে দাবি। শেষে গত কয়েক দিন থেকে শহরের দাদাভাই স্পোটিং ক্লাবের মাঠে অনুশীলন করছেন রিচা। রবিবার দাদাভাই ক্লাবের তরফে রিচাকে এবং তাঁর মা–বাবাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ক্লাব সম্পাদক বাবুল পাল টোধুরী বলেন, খেলার মাঠে কখনই জলসা বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হওয়া ঠিক নয়। যত সমস্যাই থাক, তাই মাঠটাকে আমরা রক্ষা করছি। ক্রিকেট কোচ জয়ন্ত ভৌমিকের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক মানের এক জন খেলোয়া। মাঠের অভাবে প্রশিক্ষণে সমস্যায় পড়ছেন, এটা লজ্জার! শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ বর্মা বলেন, আমাদের জানালে, রিচার প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা

হার্দিকদের বিরুদ্ধে আমদাবাদে খেলতে গিয়ে আরও শক্তিশালী কলকাতা

লিটনকে নিয়েও সমস্যায় নাইটরা

নিজম্ব প্রতিনিধি ঃ আইপিএল খেলতে এখনই লিটন দাসের হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেই আইপিএলে আসবেন বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেট ওয়েবসাইট জানাচ্ছে যে, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলে তার পর ক্ষেত্রে ১০ এপ্রিলের পর আইপিএল খেলতে আসবেন লিটন। ৪ এপ্রিল থেকে আয়ারল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ টেস্ট শুরু হয়েছিল। তা শেষ হয়ে যায় ৭ এপ্রিল। তাই মনে করা হচ্ছিল খুব তাডাতাডি কলকাতা দলে যোগ দেবেন লিটন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রিমিয়ারে উইকেটরক্ষক ঢাকা লিগে আবাহনী লিমিটেডের হয়ে খেলবেন। সেই ম্যাচ রয়েছে ১০ এপ্রিল। সকাল ৯টায় রয়েছে সেই ম্যাচ। তার পর কলকাতার হয়ে খেলতে আসবেন তিনি।

মুস্তাফিজুর রহমান ইতিমধ্যেই আইপিএল খেলতে ভারতে চলে এসেছেন। দিল্লি ক্যাপিটালস দলে রয়েছেন তিনি। যদিও এখনও মুস্তাফিজুর খেলতে নামেননি। বাংলাদেশের শাকিব আল হাসান জানিয়েই দিয়েছেন যে তিনি আইপিএল



কেকেআর। রবিবার খেলতে পারেন। ওপেনিং আরও শক্তিশালী হবে।

প্লেয়ার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারে কলকাতা। বোলিংয়ের সময় তাঁকে বসিয়ে লকি ফার্গুসন, টিম সাউদির মতো বোলারকে খেলানো যেতে পারে। তবে শুরুতেই শাকিবের বদলি পেয়ে যাওয়ায় কেকেআর শিবির খুশি।

বুধবার কেকেআর জেসনকে সই করানোর খবর জানানো মাত্রই সন্ধ্যায় একটি ভিডিয়ো পাঠান। সেখানে তিনি বলেন, এই বছরের আইপিএলে কেকেআরের জার্সি গায়ে দেওয়ার জন্য আমি তৈরি। এত ভাল দল ও নামতে দেখা যাবে তাঁকে।

ম্যানেজমেন্টের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। মাঠে নামতে আর তর সইছে না। জেসনকে নেওয়ার পিছনে বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, নিলামে তাঁর ন্যুনতম দর ছিল দে। কোটি টাকা। শাকিবকেও ওই দামেই কিনেছিল কলকাতা। ফলে জেসনকে সই করাতে আর্থিক দিক থেকে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি কেকেআরের। ইংরেজ ওপেনারকে সই করাতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জেসন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। পাকিস্তান সুপার লিগে রান পেয়েছেন তিনি। কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে গত মাসে ৬৩ বলে অপরাজিত ১৪৫ রানের ইনিংস খেলেছেন। তাই থাকা ক্রিকেটারের দিকেই বাড়িয়েছে কেকেআর। জেসনকে নিয়ে জল্পনা সব থেকে সমাজমাধ্যমে বেড়েছিল গতিবিধি থেকে। তিনি ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে শুরু করেন কেকেআরের পেজ। শুধু তাই নয়, ইনস্টাগ্রামে আর কাউকে ফলো করেন না জেসন। সেই জল্পনার মধ্যেই জানা যায়, জেসনকে সই করিয়েছে কলকাতা। তৃতীয় ম্যাচ থেকেই হয়তো মাঠে

কাউন্টিতে খেলেই ভারতীয় দলে কামব্যাক ঃ

দল থেকে বাদ পড়তে পারেন

মনদীপ সিংহ। জেসনকে ইমপ্যাক্ট

মুম্বাই, ৮ এপ্রিল ঃ অধিকাংশ ক্রিকেটার যখন আইপিএল খেলতে ব্যস্ত, তখন গোপনে নিজেকে আরও ভালো করে ঝালিয়ে নিচ্ছেন ভারতীয় টেস্ট দলের ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারা। বর্তমানে তিনি কাউন্টি ক্রিকেট খেলছেন। শুধু খেলছেনই নয়, একই সঙ্গে সাসেক্স দলের অধিনায়কত্বও পালন করছেন তিনি। ডারহামের বিরুদ্ধে এক এক করে সব ব্যাটাররা যখন ড্রেসিংরুমের পথ বেছে নিয়েছেন। ঠিক তখনই দলের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যান পূজারা।

অধিনায়কোচিত খেললেন ভারতীয় দলের এই

১৩টি বাউন্ডারি এবং ১টি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে। এবারের কাউন্টি চ্যান্পিয়নশিপে প্রথম শতরান করলেন তিনি। বিশ্ব চ্যান্পিয়নশিপ ফাইনালের আগে এই শতরান অনেকটাই আত্মবিশ্বাস দেবে পূজারাকে। গত বছর যখন ভারতীয় দল থেকে পডেন তখনও সাসেক্সের হয়ে খেলতে দেখা যায় পূজারা। সেখানে পারফরম্যান্স করে জাতীয় দলে জায়গা করে নেনে তিনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে যোগ

দিলেন জেসন রয়। ইংল্যান্ডের এই

ব্যাটার সরাসরি আমদাবাদে দলের

শুধুমাত্র পূজারাই একা নন, অনেক বড মাপের ক্রিকেটারকে ইনিংস কাউন্টিতে খেলতে দেখা যায়। তাই আইপিএল খেলছেন, তখন বিশ্ব জানান, আমি যখন ভারতীয় দলের সমর্থকরাও খুব ভালো। এই পূজারাও নিজের ফর্ম ফিরে পাওয়ার সিনিয়র ব্যাটার। ১৬৩ বলে ১১৫ জন্য কাউন্টিকেই বেছে নেন। এই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। সাসেক্স দল সুযোগ দিয়েছে। ভাবেই মানিয়ে নিয়েছি। সাসেক্সের



টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের বাইরে ছিলাম, তখন আমাকে রান করেন পূজারা। যার মধ্যে মুহূর্তে যখন অধিকাংশ ক্রিকেটার কাউন্টিতে শতরানের পর পূজারা

করার পর আমি আবার জাতীয় দলে সুযোগ পাই। ফলে সাসেক্স আমার কাছে খুবই স্পেশাল।

পূজারা আরও বলেন, এবারও সাসেক্স আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তখন আমি তাদের প্রস্তাবে না করতে পারিনি। কারণ এই মুহুর্তে ভারতে আইপিএল চলছে। তাই আমি ভাবনা চিন্তা করেই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। নিজেকে তুলে ধরার জন্য এটা খুব ভালো মঞ্চ। অনেকেই এই টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দেয়। বিশেষ করে ফর্মে ফেরার জন্য এই টুর্নামেন্ট আদর্শ। এখানকার পবিবেশেব সঙ্গে আমি বেশ ভালো কাউন্টিতে ভালো পারফরম্যান্স অধিনায়কত্ব করছেন পূজারা।

সুপার কাপ ওড়িশা এফসি–র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এ বারের হিরো হয়েছে। সময় পেলে এবং আরও আইএসএলে গত দু'বারের চেয়ে প্রস্তুতি নিতে পারলে এই দল দিক থেকে কোনও উন্নতি করতে লিগ টেবলের নয় নম্বরে। গত মরশুমে তারা ছিল সর্বশেষ স্থানে. ১১-য় এবং এ বার ফের সেই নয়ে। এখন পর্যন্ত এর ওপরে

উঠতে পারেনি তারা। তবে এ বারের পারফরম্যান্স কিছুটা হলেও আশা জাগিয়েছে। গতবার সারা লিগে তারা একটিমাত্র ম্যাচ জিতেছিল। এ বার ছ'টি ম্যাচ জেতে, যা গত দুই মরশুমে মোট জয়ের চেয়েও বেশি। এ বার তারা বেঙ্গালুরু এফসি–কে দুই মুখোমুখিতেই হারিয়েছে, লিগশিল্ডজয়ী মুম্বাই সিটি এফসি-কে তাদের মাঠে গিয়ে হারিয়ে এসেছে এবং ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো দলের বিরুদ্ধেও জিতেছে।

দলের ব্রিটিশ কোচ স্টিফেন কনস্টাঃটাইনকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, দলটা এই

আগামী মরশুমে আরও উন্নতি করবে। সুপার কাপেও তিনি উন্নত পারফরম্যান্স দেখানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে ম্যানেজমেন্টের ঘোষণা, স্টিফেনকে তারা আগামী মরশুমে কোচ হিসেবে বহাল রাখছে না এবং কোচ বদলের গুঞ্জন শুরু হয়ে যাওয়ায় সুপার কাপেও যে কতটা ভাল খেলতে পারবে লাল–হলুদ বাহিনী, সেটা একটা

সবচেয়ে বড় কথা, সুপার কাপে বেশ কঠিন গ্রুপেই রয়েছে তারা। হিরো আইএসএলের সেরা ছয়ে থাকা দল ওডিশা এফসি, হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে খেলতে হবে তাদের। এ ছাড়াও হিরো আই লিগের দল আইজল এফসি, যারা বাছাই পর্বে ট্রাউ এফসি–কে হারিয়ে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে, তারাও ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে রয়েছে। ফলে লড়াইটা খুব একটা সোজা হবে

যদিও দলে ক্লেটন সিলভা.

সিংয়ের মতো উইঙ্গার রয়েছেন। ২০ ম্যাচে ১৩টি জয় ও তিনটি কিন্তু মাঝমাঠ ও রক্ষণে যে গলদগুলো দেখা গিয়েছে হিরো আইএসএলে, সুপার কাপে সেগুলো শুধরে নিয়ে মাঠে নামতে পারলে হয়তো ভাল পারফরম্যান্স দেখাতে পারলে লাল-হলুদ বাহিনী। কিন্তু কোচ বদলের হাওয়ায় দলের মধ্যে সেই ম্পিরিট বা কোচ কনস্টান্টাইনের নম্বরে ছিল হায়দরাবাদ। অর্থাৎ সেই আগ্রহ থাকবে কি না. সেটাই দেখার।

মাঞ্জেরির পায়ানাড স্টেডিয়ামে। হয়েছে, প্রতিবারই নিজামের তাদের প্রথম ম্যাচ ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে, ৯ এপ্রিল, হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে, ১৩ এপ্রিল ও আইজল এফসি– র বিরুদ্ধে, ১৭ এপ্রিল। দেখে নেওয়া যাক সুপার কাপের বি' গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল এফসি–র প্রতিপক্ষরা কেমন

হিরো সেমিফাইনালিস্ট তারা। ২০২১– ২২ মরশুমের চ্যান্পিয়ন। এ ক্লিন শিট রেখে চ্যান্পিয়ন হয়। বারের হিরো আইএসএলে তুখোড় যে কৃতিত্ব মূলত গোলকিপার ও ফর্মে ছিল দলটি। লিগশিল্ডজয়ী ডিফেন্ডারদের প্রাপ্য। কিন্তু

ডু–সহ ৪২ পয়েন্ট পেয়ে লিগ শেষ হওয়ার অনেক আগেই দ্বিতীয় স্থান সুনিশ্চিত করে ফেলে তারা। সারা মরসুমে ৩৬টি গোল করেছে তারা, সবচেয়ে বেশি গোল করার দিক থেকে যুগ্ম ভাবে দ্বিতীয় তারা। তবে সবচেয়ে কম গোল খাওয়ার দিক থেকে এক তাদের আক্রমণ ও রক্ষণ, দুটোই সমান ভাল। লিগে ইস্টবেঙ্গলের ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচগুলি হবে সঙ্গে তাদের যে দুবার দেখা শহরের দল ২-০-য় জিতেছে।

> ম্প্যানিশ মানয়েল মার্কেজের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তাদের রক্ষণই। ২২টি ম্যাচের মধ্যে দশটিতেই এ বার কোনও গোল খায়নি তারা। একই মরশুমে এত ক্লিন শিট তাদের এই প্রথম। তবে আইএসএলের শুধু তারা নয়, এটিকে মোহনবাগান তাদের চেয়েও বেশি

রয়েছেন দলে। নাওরেম মহেশ কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে গিয়েছে। তাদের যেমন হিরো আইএসএলে ভূগিয়েছে, তেমনই ভোগাতে পারে সুপার কাপেও। এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও নির্ধারিত সময়ে তারা কোনও গোল করতে পারেনি। এই জায়গায় তাদের না শোধরাতে পারলে সমস্যা হবে। ওদের সেন্টার ব্যাক ওদেল ওনাইভিয়া পুরো রক্ষণকে দারুন ভাবে নেতৃত্ব দেন। তবে নাইজেরীয় স্ট্রাইকার বার্থোলোমিউ ওগবেচেকে এ বার অনেক দলই রুখে দিয়েছে। কারণ, তাঁর কেরামতি সম্পর্কে প্রায় সব দলেরই জানা হয়ে গিয়েছে। এ বার তাঁক নতুন কিছু করে দেখাতে হবে।

কলিঙ্গ বাহিনী যতটা না নিজেদের কৃতিত্বে প্লে অফে উঠতে সক্ষম হয়েছে, তার চেয়ে বেশি অন্যের সাহায্য পেয়ে হিরো পেরেছে তারা। শেষ দশটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জয় পায় তারা। বাকি সাতটির মধ্যে বছর থেকে তৈরি হওয়া শুরু জেক জার্ভিসের মতো ফরোয়ার্ড মুম্বাই সিটি এফসি–র সঙ্গে কাঁধে আক্রমণে ধারাবাহিকতার অভাব জিতেছিল তারা। প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে। হিরো আই লিগ চেষ্টা করেন, ছানতিয়া সাইলো এবং ফাইনাল ২৫ তারিখে।

জামশেদপুরকে তাদের ঘরের মাঠে গিয়ে হারিয়ে আসে। কেরালা ব্লাস্টার্স, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইন এফসি–র মতো শক্তিশালী দলগুলিকেও হারায় তারা। কিন্তু নবম ম্যাচ থেকেই তাদের পারফরম্যান্সে ধস নামতে শুরু করে এবং তার পরে ১২টি মধ্যে মাত্র তিনটিতে ম্যাচের দিয়েগো মরিসিও, নন্দকমার শেখর–রা।

এই ধরনের দলগুলি মাঝে মাঝে এতটাই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে যে, তাদের প্রতিপক্ষরা সেই পরিস্থিতির জন্য তৈরি না থাকায় হেরে বসে। ভাল খেলার উপাদান যে নেই দলটার মধ্যে, তা একেবারেই নয়। তবে সে জন্য তাদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াও বাড়াতে হবে। লিগ পর্বে এক ডজন গোল করা ও দিতে পারলে আইএসএলে সেরা ছয়ে থাকতে অর্ধেকটা কাজ করে ফেলতে পারবে লাল-হলুদ রক্ষণ। তরুণ ফরোয়ার্ড মাওয়েমিংথাঙ্গাকেও নজরে রাখতে হবে। না হলে ২৫ পাঁচটিতেই হার। অথচ প্রথম বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ডও আটটি ম্যাচের মধ্যে ছ'টিতেই বিপদে ফেলতে পারেন যে কোনও

করে মিজোরামের এই দলটি। লিগে ২২টির মধ্যে ছ'টি ম্যাচে জেতে তারা। হারায় রাজস্থান এফসি, মহমেডান স্পোর্টিং, নেরোকাকে। এরা প্রত্যেকেই লিগ সপার কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে জেতার আগে দশটি ম্যাচের মধ্যে তারা মাত্র দু'টিতে জয় পায়। তিনটি ম্যাচে ড্র ও পাঁচটিতে হারে

জিতেছে মাত্র একটিতে। ফলে পারফরম্যান্স খুব একটা ভাল বলা যায় না। তবে দলে যেহেতু বেলারুশের ইভান ভেরাসের মতো বিপজ্জনক স্ট্রাইকার আছেন, তাঁর গোলেই সুপার কাপের মূলপর্বে ওঠে আইজল, নাইজেরিয়ান এমানুয়েল ওলুগবেনা মাঝে

টেবলে সাত নম্বরে থেকে শেষ মাঝে মাঝে দুর্দান্ত ক্রস দেন, দলটি যে কোনও প্রতিপক্ষের সুপার কাপের বাছাই পর্বে ট্রাউ– বিরুদ্ধেই অঘটন ঘটাতে পারে। কে ১-০-য় হারিয়ে মূলপর্বে ট্রাউয়ের ক্ষেত্রে যেটা হল। হিরো খেলার ছাড়পত্র পায় তারা। আই আই লিগে প্রথম বার ১–১ হওয়ার পর ঘরের মাঠে তারা হারিয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সুদেবা দিল্লি (দু'বার), কঁকেড়ে ও সুপার কাপের বাছাই পর্বে আইজলই কিস্তিমাত করে দিল। টেবলে তাদেরও নীচে থাকা দল। এই প্রথম ট্রাউকে হারাল আইজল। ইস্টবেঙ্গল এফসি–কে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাবধানী ফুটবল খেলতে হবে।

কলকাতার অপর দল হিরো আইএসএলের ট্রফি জয়ী এটিকে শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে মোহনবাগানের ম্যাচগুলি হবে কোঝিকোডের ইএমএস এপ্রিল তারা অভিযান শুরু করবে হিরো আই লিগের তিন নম্বর দল গোকুলম কেরালা এফসি-র বিরুদ্ধে। তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ জামশেদপুর এফসি–র বিরুদ্ধে, ১৪ এপ্রিল এবং গ্রুপের শেষ ম্যাচ এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে, ১৮ এপ্রিল। সেমিফাইনালের দু'টি মাঝেই ওপরে উঠে গোল করারও ম্যাচ হবে ২১ ও ২২ এপ্রিল

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্থপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66